এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ ‘মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন’ বদলে ‘আপনার সরকারকে বলুন’

বিধানসভায় বিরোধীদের ঘর-বিতর্ক মেটাতে উদ্যোগী অধ্যক্ষ ৩

কলকাতা ২৭ মে ২০২৬ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.05.2026, Vol.19, Issue No. 344, 8 Pages, Price 3.00

আজ থেকে মিলবে অন্নপূর্ণার ফর্ম

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

মঙ্গলবার কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশাসনিক বৈঠক ছিল। এপিজে আবুল কালাম প্রেক্ষাগৃহে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ছিল। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্প, বিশ্ব যোগ দিবস, আয়ুষ পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন- সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা, পুরসভা ও ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি-সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় সীমান্ত পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক নজরদারির বিষয়টি। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া নদিয়ার একাধিক এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, হাঁসখালি-সহ সীমান্তবর্তী থানাগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। প্রশাসনের পাশাপাশি বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় আরও বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সেরে বেরিয়ে শুভেন্দু সাংবাদিকদের জানান, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পকে অন্নপূর্ণা যোজনা এবং স্বাস্থ্যসাথীকে আয়ুষ্মান ভারতে রূপান্তরিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই নতুন প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেতে গেলে উপভোক্তাদের একটি নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে, যা বুধবারই নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। বলেন, ‘বুধবার ইমেলে নবান্ন থেকে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, অর্থসচিব এবং অন্যান্য আধিকারিকের উপস্থিতিতে অগ্নিমিত্রা পাল এবং আমি একটি ফর্ম প্রকাশ করব। সেই ফর্ম অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেতে পূরণ করতে হবে।’

প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও পূরণ করা যাবে ফর্ম। মা ক্যান্টিন নিয়েও ঘোষণা করেন তিনি। শুভেন্দু জানান, এ বার থেকে সপ্তাহে দু’দিন মা ক্যান্টিনে মিলবে মাছ-ভাত। দাম থাকবে সেই ৫ টাকাই।

শুভেন্দু আরও বলেন, ‘এই বিষয়ে বুধবারই বিস্তারিত জানানো হবে। নথিভুক্তিকরণ যত তাড়াতাড়ি করবেন, তত দ্রুত সুবিধা আমরা দিতে পারব।’ প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী ১ জুন থেকেই এই নতুন প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে। তবে ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া ও যাচাই চলাকালীন সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে যত দিন না অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত পুরনো ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’-এর টাকা নিয়ম মেনেই পাবেন তাঁরা।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ফর্মের প্রতিলিপি বুধবার পাবেন ইচ্ছুকেরা। তাঁর কথায়, ‘অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইন (ফর্ম) অবশ্যই থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘শুধু জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে না, বিধায়কেরা নিজের উদ্যোগে ফর্ম পূরণ করাবেন। সরকারও বিডিওদের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করার জন্য লোক পাঠাবেন।’ তার পরেই তিনি মনে করিয়ে বলেন, ‘মাথায় রাখতে হবে, ভারতীয়েরাই কেবলমাত্র এই সুযোগ পাবেন। যাঁরা এ দেশের নাগরিক নন, তাঁরা সুযোগ পাবেন না। ভারত সরকারের টাকা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়ার জন্য নয়। এটা খুব স্পষ্ট বিষয়।’

এর পরে মা ক্যান্টিনে বিশেষ ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমাদের মা ক্যান্টিন রয়েছে, প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি, সংখ্যা আপাতত এই পাচ্ছি। সেখানে আমরা দু’দিন করে মাছ খাওয়াব সপ্তাহে। ৫ টাকাতেই খাওয়াব। এই কাজগুলো আমরা করছি।’ বাকি পাঁচ দিন ওই ক্যান্টিনে ৫ টাকাতেই ডিম-ভাত মিলবে।

শুভেন্দু জানান, আগামী সপ্তাহ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ‘দিদিকে বলো’ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জায়গায় ওই পরিষেবার নাম হচ্ছে ‘আপনার সরকারকে বলুন’। পুরোনো টোলফ্রি নম্বরেরও পরিবর্তন হচ্ছে। যে দিন পরিষেবা চালু হবে, সে দিন এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানানো হবে। পরিষেবার নাম স্থির করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, ‘সরকারি বাসে আপাতত সব মহিলা বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন। এটা আগেই মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এ বার তা কার্যকর হচ্ছে। পরবর্তী কালে কার্ড করব।’

৫ জুন কেন্দ্রীয় সরকার ‘এক পেড় মা কে নাম’ প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। রাজ্যেও তা পালন করা হবে বলে জানান শুভেন্দু। প্রত্যেক বিধায়ককে এলাকায় বিতরণ করার জন্য বন দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর গাছ দেবে। তিনি জানান, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্যে জনকল্যাণ শিবির হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। ওই শিবিরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পের বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা হবে। আগামী প্রকল্পের বিষয়েও জানানো হবে। ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস পালন করা হবে রাজ্যে। দায়িত্বে থাকবে আয়ুষ দপ্তর যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের অন্তর্গত এবং ক্রীড়া বিভাগ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মন্ত্রিসভায় এটা অনুমোদনের জন্য আমি রাখব। আয়ুষ দপ্তরকে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আলাদা করছি। আয়ুষ দপ্তরের ক্ষেত্রে আমরা এক জন যোগ্য অফিসারকে দায়িত্ব দেব, গোটা দেশে যে সুযোগ রয়েছে, তা এখানেও কাজে লাগানো হবে।’

জনবিন্যাসে অনুপ্রবেশের প্রভাব? কমিটি গড়ল কেন্দ্র

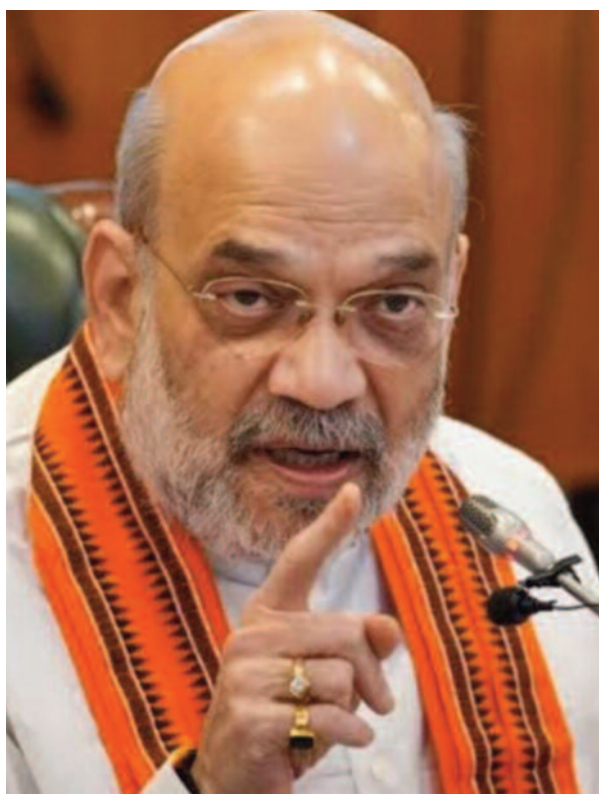

সমাজমাধ্যমে শাহ লিখেছেন, ‘এই কমিটি অবৈধ অভিবাসন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণের ফলে সমগ্র ভারতে ঘটে চলা জনবিন্যাসের চরিত্র পরিবর্তনের বিস্তারিত মূল্যায়ন করবে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জনগোষ্ঠীর অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের চরিত্র বিশ্লেষণ করবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের সুপরিকল্পিত মতামতও পেশ করবে।’

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: ‘অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণে দেশ জুড়ে জনবিন্যাস চরিত্র অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রভাব’ পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গড়ল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অভিযোগ তুলছিলেন গত কয়েক বছর ধরেই। এ বার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে এই কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করে বলেছেন, কমিটির চেয়ারম্যান হবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নওলেকর।

সমাজমাধ্যমে ওই পোস্টে শাহ লিখেছেন, ‘এই কমিটি অবৈধ অভিবাসন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণের ফলে সমগ্র ভারতে ঘটে চলা জনবিন্যাসের চরিত্র পরিবর্তনের বিস্তারিত মূল্যায়ন করবে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জনগোষ্ঠীর অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের চরিত্র বিশ্লেষণ করবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের সুপরিকল্পিত মতামতও পেশ করবে’।

কেন্দ্রীয় সরকারের গড়া ওই কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনগণনা কমিশনার, প্রাক্তন আইএএস কর্মকর্তা দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, প্রাক্তন আইপিএস কর্মকর্তা বালাজি শ্রীবাস্তব এবং অর্থনীতিবিদ শমিকা রবি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জানিয়ে সমাজমাধ্যমে শাহ লিখেছেন, ‘জনবিন্যাসের পরিবর্তন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের জন্যই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং এটি সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামো এবং আদিবাসী সমাজের সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত’। গত কয়েক বছর ধরেই ধারাবাহিক ভাবে দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে গিয়ে অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাসের চরিত্র বদলের অভিযোগ তুলেছেন শাহ। দাবি করেছেন, এর নেপথ্যে নির্দিষ্ট ছক কাজ করছে।

উল্লেখ্য, গত বছর স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লালকেল্লার বক্তৃতাতেও এসেছিল অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস বদলের প্রসঙ্গ। নতুন কমিটি গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনবিন্যাসের চরিত্র বদলের সেই অভিযোগ সরাসরি মেনে নেওয়া হয়েছে।

লালবাজারে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এবার সরাসরি লালবাজারে গিয়ে কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি।

বিকেল ৫টার কিছু আগে লালবাজারে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠক চলে। সেখানে কলকাতা পুলিশের কমিশনার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শহর কলকাতার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নারী নিরাপত্তা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি নজরদারি আরও জোরদার করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই আইন-শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক নজরদারিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই ধারাবাহিকতাতেই এবার রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের সদর দপ্তরে গিয়ে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন তিনি।

মঙ্গলবার লালবাজারে কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সূত্রের খবর, শহরের স্পর্শকাতর এলাকা, রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়ানো নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নারী নিরাপত্তা এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুভেন্দুর ডাকা বৈঠকে তৃণমূলের কল-কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার কল্যাণীতে দলের সমস্ত সাংসদ, বিধায়কদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। মূলত তিন জেলা অর্থাৎ নদিয়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ে এই বৈঠক হয়। এই বৈঠকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় বিরোধী দলের সাংসদ-বিধায়কদের। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সিদ্ধান্ত নেন, এবার থেকে সমস্ত প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হবে বিরোধী দলের সাংসদ-বিধায়কদেরও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বয়কটের রাজনীতি’র উলটো পথে হেঁটেই এহেন সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই মতো এদিন কল্যাণীর বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ এবং বিধায়কদেরও ডাকা হয়। সেই আমন্ত্রণ পেয়েই এদিন বৈঠকে যোগ দেন বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ আরও তিন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁদের ডাকা নিয়েই প্রশাসনিক বৈঠকের পর মন্তব্য করেন শুভেন্দু।

কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উপস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘বিশেষ বিশেষ এমপিদের ডাকব। আজকে বিশেষ বিশেষ এমপিদের মধ্যে বারাসাতের এমপিকে আমরা বিশেষ বিশেষভাবে ডেকেছিলাম। তিনি সহযোগিতা করেছে।’

বিরোধী দলের এই ‘বিশেষ বিশেষ’ সাংসদদের বিষয়ে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, ‘যাঁরা অনেকদিন পর সত্যি কথা বলছেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ সাংসদ। যারা বলছেন, আপনারা আমাদের স্বাধীনতা পাইয়ে দিচ্ছেন।’ এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংবাদমাধ্যমে বারাসাতের সাংসদ কাকলির বক্তব্য শুনেছেন তিনি। এরপরই তাঁকে প্রশাসনিক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায় রাজ্য সরকার। আগে কোনও বৈঠকে বলার সুযোগ পেতেন না, এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অনুযোগ করেন কাকলি। মঙ্গলবার কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে বলার সুযোগ পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। মিটিংয়ে যোগদানের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন তিনি। এদিন মিটিং শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আগে বিডিও, ওসি’রাও বিজেপির এমপিদের ফোন ধরতেন না। এই সিস্টেম ঠিক নয়। আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে বসিরহাটের একাধিক বিরোধী দলের বিধায়করাও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে বলার সুযোগ দিয়েছি। আমরা চাই কেন্দ্র-রাজ্য ডবল ইঞ্জিনের সুবিধা মানুষ পান। কেবলমাত্র নির্বাচনের সময়ই রাজনৈতিক কচকচানি হোক।’

‘জলদি জলদি ভাগো’

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় বাড়ছে। বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। সেই বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এবার এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের সরগরম সীমান্ত এলাকা। দ্রুতগতিতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি-রোহিঙ্গাদের তাড়াতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট নীতি লাগু করতে দিন দুই আগেই জেলায় জেলায় নোটিস পাঠিয়ে হোল্ডিং সেন্টার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বিষয়কেই আরও একবার জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুপ্রবেশকারীদের হুঁশিয়ারি দিলেন, ‘জলদি জলদি ভাগো।’

সোমবার থেকেই হাকিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। এদিন সেই বিষয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘জলদি জলদি ভাগো। হাকিমপুরের ব্যাপারটা আমি টিভিতে দেখলাম। আমি শুধু একটাই কথা বলব, তাড়াতাড়ি পালাও। তাড়াতাড়ি পালাও।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ভাগ ওদের কেন দেব আমরা?’

মঙ্গলবার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেই আরও একবার ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট নীতি নিয়ে জোর সওয়াল করলেন। অনেক আগে থেকেই এই আইন ছিল। এবার সেই এখানে লাগু করা হল। অনুপ্রবেশকারীদের ধরলে কোর্টে পাঠানোর দরকার নেই। বিএসএফের মাধ্যমে সীমান্ত পার করে দেওয়ার বিষয়েই তিনি জোর দিয়েছেন। অনুপ্রবেশকারীদের ধরার পর তাঁদের সাধারণ মানুষের অর্থে খাওয়ানোর পরিপন্থী শুভেন্দু। এদিন সেই কথা আরও একবার জোর গলায় জানিয়ে দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, স্বরূপনগর ব্লকের হাকিমপুর চেকপোস্টে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় বহু সন্দেহভাজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর ভিড়। এর আগে এসআইআর চলাকালীন দেখা গিয়েছিল এমন দৃশ্য। বাংলাদেশে ফেরার জন্য সীমান্তে সার দিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ফের সরগরম হয়ে ওঠে সীমান্ত এলাকা।

গ্রেপ্তারির খাঁড়া, রক্ষাকবচ প্রত্যাহার ফলতার ‘পুষ্পা’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার অস্বস্তিতে ফলতার জাহাঙ্গির খান। কারণ, তাকে যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে তা এবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে রক্ষকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২৬ মে পর্যন্ত জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলেই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পাঁচটি এফআইআর-এর উপর রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় রক্ষাকবচ পান ফলতার ওই তৃণমূল নেতা। রক্ষাকবচের মেয়াদ বুধবারই শেষ হচ্ছে। তাই মঙ্গলবার আবার হাইকোর্টে ওঠে ওই মামলা। সকালে আইনজীবীরা কেউ না-থাকায় মামলাটি নিয়মিত বেঞ্চে পাঠানো হয়। অর্থাৎ, বুধবারের আগে যদি মামলায় রক্ষাকবচ শেষ হয়ে যায়,

সেক্ষেত্রে জাহাঙ্গিরের গ্রেপ্তারিতে বাধা থাকবে না। এরই পাশাপাশি, ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের আগে হাইকোর্ট থেকে আর একটি রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির। মঙ্গলবার সকালে ওই মামলাটিও শুনানির জন্য ওঠে। রাজ্য পুলিশ রিপোর্ট জমা দেয়। বিচারপতি পার্থসারথি সেনের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীকে ভোটের জন্য অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল। তিনি এফআইআর খারিজ চেয়ে হাইকোর্টে আসেননি। এই অবস্থায় সেই রক্ষাকবচ বহাল থাকার কথাও নয়। আর বর্তমানে পরিস্থিতি বদল হয়েছে। ভোট পর্ব সম্পূর্ণ। বিভিন্ন অভিযোগের বিষয় বস্তু সামনে এসেছে। এদিকে ২৫ মে যে পুলিশ রিপোর্ট এসেছে, তাতে বলা হয়েছে, অভিযোগগুলিতে হয় জাহাঙ্গির মূল অভিযুক্ত অথবা তারই মদতে এই সব ঘটনা ঘটেছে, এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি পার্থসারথি সেনের।

পাশাপাশি সেই সময় ফলতার তৃণমূল প্রার্থীকে শর্তও বেঁধে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, কমিশনের সব নিয়ম মেনে চলতে হবে জাহাঙ্গির খানকে। ভোটারদের বাধা এবং হুমকি দিতে পারবেন না তিনি। পরে পুনর্নির্বাচনের কয়েক দিন আগে নাম প্রত্যাহার করে নেন জাহাঙ্গির খান। এদিকে ফলতার ভোট নির্বিঘ্নে মিটেও গিয়েছে, এবার সেই রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে হাইকোর্ট। পাশাপাশি বিচারপতি পার্থসারথি সেন এদিন এও বলেন, ‘ঠিক হোক বা ভুল, পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মানে আপনাকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। আপনি আত্মসমর্পণ করুন। তদন্তে সহযোগিতা করুন।’

জালে পড়েও জামিন খুনে অভিযুক্ত বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার খুনে নথি আদালতে পৌঁছোলো না। পৌঁছোলেন না তদন্তকারী আধিকারিকও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জামিন পেয়ে বাড়ি গেলেন অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মণ। ১০০০ টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন পেলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে বিএনএসের ২৮১, ১২৫বি এবং এমভি আইনের ১৮৪, ১৮৫ ধারায় এফআই রুজু হয়। বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানো। সেই মামলায় তিনি জামিন পেয়ে বাড়ি গেলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তাঁকে হাজির করানো হয়, বিচারক নথি চান। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত নথি না পৌঁছোনোয় জামিন পেয়ে বাড়ি যান প্রশান্ত।

উল্লেখ্য, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এক পথচারিকে ধাক্কা মারার অভিযোগে রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে সোমবার রাতে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় নিউটাউনের ইকো পার্ক থানায়। মঙ্গলবার সকালে ‘মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট’-এর আওতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বারাসাত আদালতে তাঁকে তোলা হয়। জানা যায়, স্বর্ণব্যবসায়ী খুনের মামলাতেও তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানায় পুলিশ। সূত্রের খবর, আদালতে পেশ করার পরে খুনের মামলাতেও প্রশান্তকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

সোমবার রাতে নিউটাউনে এক পথচারীকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারার

অভিযোগ ওঠে প্রশান্তের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, সেই সময় মত্ত অবস্থায় ছিলেন তিনি। অসংলগ্ন আচরণও করছিলেন। ধাক্কা মারার পরে ওই পথচারীর সঙ্গে একপ্রস্ত বচসা হয় এত দিন ধরে ‘ফেরার’ থাকা প্রশান্তের। খুনের মামলায় দীর্ঘ দিন ধরে পুলিশের নাগালের বাইরে থাকা সেই প্রশান্ত এ বার ধরা পড়েন পথসুরক্ষা বিধি ভেঙে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৯ অক্টোবর নিউটাউন থানার যাত্রাগাছির খালধার থেকে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে অপহরণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ওই খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রশান্ত। বারাসাত ও বিধাননগর মহকুমা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন প্রশান্ত বর্মণ। তার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ। হাইকোর্ট সেই আগাম জামিনের নির্দেশ খারিজ করে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। পরে গত ২৩ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও এত দিন পুলিশের নাগালের বাইরেই রয়ে গিয়েছিলেন রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও। এ বার শেষপর্যন্ত পথসুরক্ষা বিধি ভেঙে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন প্রশান্ত। কিন্তু সময় মতো নথি আদালতে না পৌঁছনয় ফের একবার ছাড় পেয়ে গেলেন অপসারিত বিডিও!

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমার মক্কেল সেখ আক্তার পিতা সেখ সোলেমান, জাতি মুসলিম (ভারতীয়) পেশা ব্যবসা, সাং আড়গোড়ী (তরফদার পাড়া) থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া। বিক্রেতা ইলিয়াম তরফদার নিযুক্ত আমমোক্তার নাসরুল হক মন্ডল পিতা মরহুম নজরুল হক মন্ডল একই ঠিকানা এর নিকট হইতে বর্ণিত ৪৫৬ - ৪৫৭ - ৪৫৯ নং খতিয়ানে সাবেক ১৭৫৩ নম্বর দাগে ডোবা ১ আনায় ১৪ শতক সম্পত্তি গত ২৬.১১.২০০৭ এ ক্রয় করিয়াছে A.D.S.R রানীহাটি- হাওড়া। উক্ত আমোক্তার নামা দলিল নং ২৯৭ বলে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তির এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. সাঁকরাইলে আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্যকর হইবে।

ইতি বিনীত- সেখ আক্তার
আড়গোড়ী, সাঁকরাইল- হাওড়া

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি লক্ষণ সাহা, পিতাঃ মনোরঞ্জন সাহা, সাং ১নং সীতাঞ্জলীপল্লী ন'পাড়া, পোঃ ন'পাড়া, থানা- বারাসাত, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা। আমি ৩১/০৭/২০০৭ তারিখে A.D.S.R কদম্বগাছি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭১১ দলিল মূলে চকবরবরিয়া মৌজায়, JL NO- ৩৫, ২৬৬ নং দাগে ৩০৬/১, ১৩৯/১ ও ২৮/১ নং খতিয়ান হইতে এক কাঠা চার ছটাক জমি ক্রয় করি। ইহাতে একটি আমমোক্তার দলিল উল্লেখ আছে ০৯/০৭/২০০৭ তারিখে A.D.S.R কদম্বগাছি অফিস ১৮১ নং আমমোক্তার যাহা কার্তিক চন্দ্র মন্ডল মহাশয়কে দেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বারাসাত- ১ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মাধুরী ভৌমিক স্বামী- বাবলু ভৌমিক, সাং- ৩৬/১/১ নবারুণপল্লী পশ্চিম কোদালিয়া, পোঃ ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, জেলাঃ উঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৩১। আমি ১৭/০১/২০২৫ তারিখে A.D.S.R কদম্বগাছি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৭৯ দলিল মূলে নিবাধুই মৌজায় JL NO- ১২৩, ২৬০ নং দাগে ও ১৩১৮ খতিয়ান হইতে দুই কাঠা নয় ছটাক ত্রিশ বর্গফুট জমি ক্রয় করি। ইহাতে একটি ২০/০৪/২০২২ তারিখে D.S.R-III অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত একটি 6473 নং আমমোক্তার দলিল উল্লেখ আছে যাহা সিরাজুল মন্ডল মহাশয়কে দেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বারাসাত- ১ BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate at Ranaghat, Nadia Misc (probate) case no. 28/2023
Petitioner- Sri. Abhijit Biswas
-VS-
Citees Smt. Kabita Biswas Sarkar

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, Petitioner- Sri. Abhijit Biswas, S/O Late Asit Ranjan Biswas, Residing at Vill-Rathtala, P.O & P.S- Ranaghat, Dist- Nadia, PIN- 741201. উপরোক্ত আদালতে মৃত আরতী বিশ্বাসের সম্পাদিত একখানি Will কে কেন্দ্র করিয়া Citees - Smt. Kabita Biswas Sarkar এর বিরুদ্ধে অত্র Probate Suit আনায়ন করিয়াছেন। যদি উক্ত Probate Suit এর জন্য Citees: Smt. Kabita Biswas Sarkar, W/o- Naresh Chandra Sarkar, Residing at Kalyani Military Estate, Block- A5, P.O. & P.S.- Kalyani, Dist- Nadia, Pin- 741235 বা তাহাক কোন আত্মীয় বা চেনা পরিচিত ব্যক্তি বা কাহারও কোন অভিযোগ থাকে, তাহা অদ্য তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে জানাইতে হইবে। অন্যথায় Petitioner পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে
শ্রী প্রীতিময় দাস
সেরেস্তাদার
রানাঘাটের ডিস্ট্রিক ডেলিগেট কোর্ট

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে জেলাঃ- হাওড়া, থানাঃ- উলুবেড়িয়া, চৌকি ও এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া পৌরসভার ২১ নং ওয়াডের এলাকাধীনে ১০৮ নং জে.এল. ভুক্ত ফুলেশ্বর মৌজায় আর. এস. ৮২৫ নং, খতিয়ান লিখিত এল. আর. ১৬৬৫ নং খতিয়ানে লিখিত আর.এস. ৩১৫৫ নং দাগ হইতে আগত এল. আর. ৩১৫৮ নং দাগে ২০২ শতক শালি সম্পত্তি মধ্যে ৮.২৫ শতক শালি সম্পত্তি, শ্রী বাসুদেব দাস, পিতাঃ- মৃত তারাপদ দাস,এর নিকট হইতে উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইং ০৯/০৩/২০১৫ তারিখে ০০০৪৩/২০১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা গত ইং ২৬/০২/২০২৬ তারিখে উলুবেড়িয়া, A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০১২৫৬/২০২৬ নং দলিল দ্বারা শ্রীমতি মমতা দাস, স্বামীঃ-শ্রী তপন কুমার দাস, ক্রয় করিয়াছে যাহা উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড. এল.আর.ও অফিসে রেকড হইবে এই বিষয় কাহার ও কোন আপত্তি থাকলে উলুবেড়িয়া ১ নং বি. এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে বিজ্ঞপ্তির এক মাসের মধ্যে জানাইবেন নতুবা কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- Tapan Kumar Das
আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি **১) শ্যামল দেবনাথ**, পিতা- রণজিৎ দেবনাথ ও **২) সমর দে**, পিতা- তপন দে উভঃ- সাং+পোঃ+থানা- নবদ্বীপ জেলা- নদীয়া। আমরা নবদ্বীপ থানা এলাকাধীন ০৩ নং বাবলারী মৌজার ২৯ দাগে, ৪৯৩৭ ও ৪৯৩৮ খতিয়ান থেকে .৫২শঃ সম্পত্তি I-751 তাং- ০৬/০৩/২৪, ADSR নবদ্বীপ দলিল মূলে - **১/- কাকলী দাস**, স্বামী- তপন কুমার দাস **২/- মমতা দাস**, স্বামী- শুভজিৎ দাস- উভঃ সাং- চাঁদপুর, পোঃ- বিদ্যানগর থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান - এর থেকে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। উক্ত সম্পত্তি **কাকলী দাস ও মমতা দাস, লোহারাম দাঁ** দীং-দের থেকে 1025 তাং- ১৭/০৪/১২ ADSR নবদ্বীপ ক্রয় করে নিজ নিজ নামে রেকর্ড করান। এক্ষণে আমরা উক্ত সম্পত্তি থেকে ADSR নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত - 2068 তাং - ১৭/০৬/২৫ দলিল মূলে শ্রীরামপুর নিবাসী **শ্রাবন্তী মৈত্র** কে .০৮২৭ শঃ 385-তাং- ২১/০১/২৬ দলিল মূলে মনিপুর, নবদ্বীপ নিবাসী **মঞ্জু হালদার** কে .০৫৫১ শঃ, ৯২- তাং- ১৩/০১/২৬ দলিল মূলে প্রাচীন মায়াপুর নিবাসী **উদ্বৃতি ভৌমিক** কে .০৭৭২ শঃ ৯৫ তাং- ১৩/০১/২৬ দলিল মূলে **তড়িৎ কুমার ভৌমিক** কে ১৩.৬৪ শঃ ২৩৮৩ তাং- ১৪/০৭/২৫ দলিল মূলে শ্রীরামপুর রোড নিবাসী **গৌতম দেবনাথ** কে .০৪৯৮ শঃ সম্পত্তি বিক্রয় করি। এক্ষনে উক্ত পাঁচ জন ক্রেতা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে রেকর্ড করানোর জন্য আবেদন করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমি, আমার মক্কেল কাঞ্চন মজুমদার, পিতা প্রয়াত দেবপ্রসাদ মজুমদার, ঠিকানা ঃ দক্ষিন নন্দকানন, পোঃ রহড়া, থানা- রহড়া পূর্বে খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১৮-এর পক্ষে জানাচ্ছি যে, তিনি গত ১১.০৬.২০২৫ তারিখে রহড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন যার জি.ডি.ই. নং ১১০৮/২৫, এটি ১৯৫৫ সালে নথিবদ্ধ I-০৫৯১৫ নং মূল দলিলের হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত। যা অবস্থিত মৌজা-রহড়া, জে.এল. নং. ৩, রে. সা.-৬১, তৌজি নং-১৮৮, এল.আর. দাগ নং ৩০৮৪-এর অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ৫৭৮০-তে অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি খড়দহ পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের অধীন হোল্ডিং নং ১৫৫, নন্দকানন, স্টেশন রোড, পোঃ -রহড়া, থানা-রহড়া পূর্বে খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৮ ঠিকানায় অবস্থিত। যদি কোনো ব্যক্তির উক্ত দলিলটি সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকে, অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে অবহিত করবেন। অন্যথায়, যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত সম্পত্তির বিষয়ে কোনো দাবি বা অধিকার উত্থাপন করেন, তবে আমার মক্কেল তার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।

শ্যামা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট কলকাতা
মোবাইল নং. ৯৮৩১৩৮৪৮০৬

নাম-পদবী

22/5/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্ট এফিডেভিটে Jamat Ali Mandal S/o- Hossain Ali Mandal ও Md. Jamat Ali Mondal S/o- Hossain Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Ishika Nath, D/o. Bappaditya Nath গত ইংরাজীর 11/05/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Ishika Sultana নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 11/05/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে 155 নং এফিডেভিট বলে Ishika Sultana & Ishika Nath, D/o. Bappaditya Nath, সাকিম পাণ্ডুয়া সামন্ত গলি, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/05/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 461 নং এফিডেভিট বলে আমি Paramita Sanyal W/o Siladitya Talukdar, residing at H. No. 26, Samriddhi Vihar, Amlidih, Raipur, P.O. & Dist. Raipur, Chhattisgarh- 492001, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Paramita Sanyal বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Paramita Talukder নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Paramita Talukder & Paramita Sanyal W/o Siladitya Talukdar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Aditya Talukder.

আমি, Susmita Santra D/o. Ashok Santra গত ইংরাজীর 02/07/2015 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি। গত 03/07/2015 তারিখে Kazi Ajijul Haque মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর নাম পরিবর্তন করিয়া Nasrin Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 13/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 15469 নং এফিডেভিট বলে Nasrin Begam & Susmita Santra, W/o. Kazi Ajijul Haque D/o. Ashok Santra সাকিম চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী- ৭১২২২৩, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Sibsankar Bhabesh Bera S/o Late Bhabesh Chandra Bera residing at FF05 Shradhanjali Apartment, Barabazar, P.O. & P.S. - Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin- 712101, W.B do hereby declare that I have changed my name from Sibsankar Bhabesh Bera to Sibsankar B Bera and henceforth I shall be known as to Sibsankar B Bera in all purpose, vide affidavit no 1320 sworn before the Notary Public at Hooghly at Chinsurah on 20/05/2026. Sibsankar B Bera and Sibsankar Bhabesh Bera both are same and one identical person.

I Shrabani Bera W/o Sibsankar Bhabesh Bera residing at FF05 Shradhanjali Apartment, Barabazar, P.O. & P.S. - Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin-712101, W.B do hereby declare that I have changed my name from Shrabani Bera to Shravani Bera and henceforth I shall be known as to Shravani Bera in all purpose, vide affidavit no 1319 sworn before the Notary Public at Hooghly at Chinsurah on 20/05/2026. Shravani Bera and Shrabani Bera both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **SMT MAHUA ROY DEBNATH** W/O Late Pradip Debnath residing at 20/23/23, Rathtala Road, Sarkar Para Sporting Club, Sarkar Para, P.O. & P.S.- Halisahar, Dist.- North 24 Parganas, PIN - 743134 do hereby declare vide affidavit serial no. 155 dated 24.04.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Barrackpore that my actual and original name with surname is MAHUA ROY DEBNATH which is recorded in my Aadhaar Card, PAN Card and Voter Card. But in my daughter SRILAGNA DEBNATH's birth certificate issued by Kalyani Municipality being Registration No. KM - B/05233-2008 date of registration- 26/06/2007, my name and surname has been wrongly recorded as MAHUYA DEBNATH in place of MAHUA ROY DEBNATH. MAHUA ROY DEBNATH and MAHUYA DEBNATH is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jeelle Bibi, W/o- Babul Sk, resident of Vill-Andhua, PO-Beniagram, PS- Farakka, Dist-Murshidabad, WB-742212 do hereby declare that I have changed my name Jeelle Bibi to Sabina Yasmin and henceforth I shall be known as Sabina Yasmin in all purpose, vide affidavit no 5895 sworn before the Notary Publicat Jangipur Court on 16.05.2026. Sabina Yasmin and Jeelle Bibi both are same and one indentical person.

নাম-পদবী

আমি, Ajay Jana, সাং- Rampur, ডাকঘর- Palaspai, থানা- Daspur, জেলা- Paschim Medinipur, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি একটি এফিডেভিট (Affidavit No.- 25, dated 21st May, 2026) মাননীয় A.C.J.M., Ghatal Court-এ সম্পাদন করিয়াছি, যেখানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে Ajay Jana, এবং Ajay Raicharan Jana একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি, Chhabi Jana, স্বামী- Ajay Jana, সাং- Rampur, ডাকঘর- Palaspai, থানা- Daspur, জেলা- Paschim Medinipur, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি একটি এফিডেভিট (Affidavit No.- 25, dated 21st May, 2026) মাননীয় A.C.J.M., Ghatal Court-এ সম্পাদন করিয়াছি, যেখানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে Chhabi Jana, W/o-Ajay Jana, Chhabi Ajay Jana, W/o- Ajay Jana, এবং Chhobi Jana, W/o- Ajay Jana একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Ajay Issar, son of Sridhar Issar, residing at Shyamkunj, Flat No. 3F, 12C Lord Sinha Road, Park Street, Kolkata-700071, do hereby declare that the names "Sridhar Issar" and "Shridhar Issar" refer to one and the same person, who is my father. This declaration is made vide Affidavit sworn before the Learned Metropolitan Magistrate, C.M.M. Court, Kolkata on 26.05.2026.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

ম্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,

ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,

প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি

সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭শে মে, ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। বুধ বার। একাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী বুধে র ও বিংশোত্তোরী চন্দ্রে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, দিবা ৮০২ গতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর তিরোধান দিবস ও সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্নানোৎসব । ইসলাম ধর্মের উৎসব ইদুজ্জোহা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এডিপিসির পাঁচ অফিসারের নাম কি যুক্ত শান্তনুর বেনিফিশিয়ারি তালিকায়?

সুদীপ মহাপাত্র

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এর অধীনে পূর্ববর্তী সরকারের শাসনকালের মধ্য ভাগ থেকে এক অদৃশ্য সুতোর মধ্যে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সহজ লভ্য কয়লা, বালি, লোহা ও জমি নিয়ে মাতব্বরি শুরু করেছিলো কিছু ব্যবসায়ী।

কয়লার প্যাড ও অবৈধ লোডিং এর কাজ নাকি বহু যুগ ধরেই চলে আসছিলো, বাম আমলেও কাজ হতো কিন্তু সরাসরি কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা পুলিশ আধিকারিক এর নাম জড়ায়নি, প্রত্যক্ষ মদত হয়তো থাকত, কিন্তু এই ভাবে প্রকাশ্যে আসে নি নাম বা ইন্ধন জোগানোর কথা। এক কথায় মাফিয়া রাজ ছিলো, ধরপাকড় হত, খুন ও হতো কিছু, তবে মাফিয়া দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, সধারণ মানুষ জানতো কিছু এলাকায় তাদের আধিপত্য তাই সেই সব এলাকা এড়িয়ে চলতো। রামু পাঁজা, দিলীপ সিং, কালে সিং, জয়দেব মণ্ডল, সামশের, রশিদ মিঞা বা সেলিম এই সব নামই ঘোরা ফেরা করতো যারা লুকিয়ে কয়লা পাচার বা চুরি এই কাজ করত।

২০১৬ সালের পর এই মাফিয়া রাজের আপগ্রেডেশন হয়, দ্বিতীয়বার তৃণমূল সরকারে আসার পর সততার প্রতীকে কম হলেও অসততার ছোঁয়া লাগে। কিছু লোভী মানুষ, ব্যবসায়ী এই সব কাজে মুনাফার বহর দেখে হাত মেলান মাফিয়াদের সঙ্গে। সেটিং, লিয়াসন, পিভার এই ধরনের শব্দ ঢুকে পড়ে মাফিয়াদের অভিধানে, কাজ শুরু হয়, একের পর এক সেটিং ও হতে থাকে এবং মুনাফা দশ গুণ বেড়ে যায়। মুনাফা আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টায় সেটিং হয় রাজনৈতিক নেতা, কিছু পুলিশ আধিকারিক, কিছু সংবাদমাধ্যমের মানুষ এবং পরিসর বাড়তেই থাকে। বিষয়টা নিয়ে এমন হয়েছিল যেন একটা শিল্প, আর ট্যাগ লাইন ছিল মিলে মিশে করি কাজ -নাহি ভয় নাহি লাজ।

যাইহোক সেটিং যখন সমাপ্ত তখন বেটিংয়ের কাজ শুরু, এর পরেই ঘটে পুলিশের শীর্ষে বসে থাকা কিছু কর্তার প্রবেশ, সরাসরি নয় নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেনের মতো.. তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু জনের নাম এবং ২০২২ সাল থেকেই অভিযোগ করছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা এবং বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যাইহোক একটা সময় দেখা গেল সেই সব দাপুটে মাফিয়াদের অধিকাংশ জেলে নয় মৃত নয়তো অবসর নিয়েছেন, আর সেই জায়গা নিল কিছু রাজনৈতিক নেতা, যাদের মাথার ওপর কোনও না কোনও মন্ত্রীর হাত রয়েছে, কিছু পুলিশ অফিসার যাদের বলা হত স্টোলোয়ার্থ আর কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আর সাবেকি নাম হয়ে গেল সিন্ডিকেট। চলতে থাকল সিন্ডিকেট রাজ। এদেরই মধ্যে কেউ দেখায় ক্যামাক স্ট্রিট, কেউ কালীঘাট, কেউ উত্তরবঙ্গ, কেউ দক্ষিণ পরগনা জেলা, কেউ বা দিল্লি, ভালোই চলছিলো আর টাকা? হিসেব রাখ তে বহু একাউন্টেন্টকে নিয়োগ করতে হয়েছিল। এক ইন্সপেক্টর কে বলতে শোনা যেত যে দিনে ছ' লাখ না-পেলে ঘুম আসে না। তিনি যখন সিন্ডিকেটের রোষের মুখে পড়লেন তখন তাঁর পানিশমেন্ট পোস্টিং হয় পাহাড়ে, সূত্রের খবর তাঁর ঘর ছাড়ার সময় তিনটি নোট কাউন্টিং মেশিন বেরিয়েছিল এবং একটা ঘর পুরো সিল করা ছিল ব্যাংকের ভল্টের মতো যেখানে টাকা রাখা থাকত। আসলে এই বালি বা কয়লা পাচার এলাকাভিত্তিক হত এবং প্রশাসনের একাংশের মদত ছাড়া সেগুলি সম্ভব নয়, ফলে এই স্টোল ওয়ার্থ রা সেই সব থানায় নিজেদের লোক পোস্টিং করতেন টাকা, বখরা বা কাট মানির হিসেবে। পুলিশ বা ভূমি সংস্কার ও রাজস্ব আধিকারিক দপ্তর এবং কিছু সময় ইসিএলএরও যোগসাজস ছাড়া এই কাজগুলি চালানো সম্ভব নয়, তাই সেই ব্যবস্থা। বাড়বাড়ন্ত চোখে লাগে, আর সিন্ডিকেট ও বাড়তে থাকে ফলে সাধারণ মানুষেরও চোখে পড়ে, যা হয় প্রচুর বেনামে সম্পত্তির হদিস মেলে - জেলা, রাজ্য , দেশ ছাড়িয়ে দুবাই বা সিঙ্গাপুরেও, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ট্যুরিজম সেক্টরে বড় বড় রিসোর্ট ..এই সব জায়গায় সিন্ডিকেটের টাকা ঢোকে, আর কিছু লেন দেন চলতো ক্রিপ্টো কারেন্সিতে ।এই সময়তেই নাম ফেটে যায় লালা বা অনুপ মাঝির , এরপরে মাঠে নামে কেন্দ্র সংস্থা সিবিআই, ইডি এবং বহু কিছুর হদিশ মেলে, বন্ধ হয়ে যায় কারবার, কিন্তু রক্ত মাংসের স্বাদ পাওয়া বাঘেরা কি থেমে থাকে? দায়িত্ব নিলো পশ্চিম বর্ধমানের কিছু পুলিশ অফিসার , কিছু পুলিশ কর্মী আর কিছু উঠতি ব্যবসায়ী। মিনি আর মাইক্রো মিনি সিন্ডিকেট করে কাজের (পড়ুন কয়লা আর বালী শিল্প) নতুন রূপ দেওয়া । হাত গোনা কিছু লোকজন মিলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করলেন। নিজেদের লোকজনকে রেভিনিউ থানায় পোস্টিং, ছোট ছোট কয়লা ব্যবসায়ীদের কাজ দেওয়া, বা গ্রুপ করে অবৈধ বালিখাদান চালানো এই করে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে নিজেদের সিন্ডিকেটে কয়েকশো কোটি টাকা ঢোকানো।

সূত্রের খবর এদের মধ্যেই শান্তনু বিশ্বাসের নাম উঠে আসে যে মাথার ওপর তাঁর হাত এবং পুষ্পা বা জাহাঙ্গিরের নাম। আর আসে জনৈক কেকে বলে কোনও মাতব্বরের নাম। তাদের লোকজন বিভিন্ন জেলাতে বসে এই সিন্ডিকেটের টাকার ভাগ নিয়ে যেত সূত্রের প্রকাশ। এরই মধ্যে কিছু সৎ পুলিশ অফিসার এর প্রতিবাদ এর কথা শোনা যায়, প্রতিবাদের ফলস্বরূপ মিলতো তাদের পানিশমেন্ট পোস্টিং কিন্তু বলা হত রুটিন ট্রান্সফার ফলে অনেক্টা ভয় আর চাকরি বাঁচানোর তাগিদে মুখ বন্ধ রাখতে হত। এককথায় প্রভু ভৃত্যের আচরণ শুরু করেছিলেন তাঁরা।

সরকার পরিবর্তন হতে অনেক কর্মচারীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন, প্রফেসনাল অত্যাচার থেকে মুক্তি হয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে ফলে অনেক তথ্য এখন সামনে আসছে যেটা হয়তো তদন্তকারী সংস্থার কাজে লাগবে। এদিকে ইডি বা সিবিআইয়ের মধ্যেও তৎপরতা বেড়েছে যার ফলে আন্দাজ করা যেতে পারে কান মাথা দুটোরই অসুবিধে হবে আগামী দিনে। শান্তনু বিশ্বাস হেপাজতে থাকার সুবাদে শুধু আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট নয়, বহু জেলার বহু অফিসারের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কথা উঠে আসছে, যারা নানাবিধ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ শান্তনুবাবু এবং কিছু রাজনৈতিক পেয়াদা একটা সুদর্শন চক্র ও ঢাল হিসেবে কাজ করতেন। সূত্রের প্রকাশ, আসানসোল এলাকার এক থানার আধিকারিক আসর বসাতেন স্থানীয় একটি ক্লাবে রাতের অন্ধকারে এবং সেখানেই নির্ধারণ হত কালো জগতের মোডাস অপারেন্ডি, ফোন যেত শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কাছে, আসরে উপস্থিত থাকতেন আরও আট দশজন সঙ্গী। আবার এক অধিকারীর এতটাই প্রভাব ছিল যে তার এলাকায় ল' অর্ডার হওয়ার সময় তিনি কলকাতায় বিলাস বহুল ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ কিছু বলতেন ও না বা বলার সাহস পেতেন না।

অতঃপর এখন সাধারণ মানুষ তাকিয়ে আছেন ভরসার সুরে নতুন সরকারের দিকে যে প্রভাবশালীরা প্রভাব খাটাতে পারবেন না তদন্তের ক্ষেত্রে এবং তাদের কাছ থেকে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি উদ্ধার হলে যথাযথ বিচার হবে।

তৃণমূল কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে, খুনি রবিন ভট্টাচার্যের শাস্তি চাই, কোথাও লেখা হয়েছে, তোলাবাজির টাকা ফেরত দিতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। কোথাও আবার পোস্টারে উল্লেখ, চোর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পদত্যাগ চাই।

প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনিরামপুরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয়েছিল অশীতিপর তুলসী অধিকারীর। ৮১ বছরের তুলসী অধিকারীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে তিনি জামিনও পান। তবে খুনের ঘটনার পর তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। যদিও ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন ফের তাঁকে দলে ফিরিয়ে নেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তৃণমূল কাউন্সিলরকে বিঁধে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, কিছুদিন আগে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে খুন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। যেহেতু আইনজীবী, সেই সুযোগে উনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, পুরসভায় চাকরি দেবার নাম করে উনি টাকা নিয়েছেন। অবৈধ নির্মাণ বাবদ উনি টাকা তুলেছেন।

বিধায়কের বক্তব্য, এখন তো সরকার বদলেছে। অবৈধ নির্মাণের ওপর পুরসভা নজর দিচ্ছে। যাদের কাছ থেকে উনি টাকা নিয়েছেন। এখন তাঁরা টাকা চাইছেন। হয়তো টাকা না-পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা পোস্টার সাঁটিয়েছেন। তাঁর দাবি, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সমস্ত মামলার এবার তদন্ত শুরু হবে। আগে পুলিশ সমস্ত মামলা ধামাচাপা দিয়ে দিত। এখন সেই মামলাগুলো উঠবে।

প্রসঙ্গত, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার প্রায় সকল কাউন্সিলরেরা ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এখনও ইস্তফা দেননি। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ২৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে তিনজন মারা গিয়েছেন। বাকি ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন পদত্যাগ করেছেন। দু'জন পদত্যাগ না-করলেও, তাতে কিছু যায় আসে না। দলীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পোস্টার নিয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার বিদায়ী পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, পোস্টারের বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা নেই। ফোন করে তাঁকে জানিয়েছেন, উনি উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন। ফিরে এসে উনি ইস্তফা দেবেন।

হাওড়া রেড ক্রসে শ্লীলতাহানির নালিশ, কর্মীকে পুলিশে দিলেন সহকর্মীরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্তের সেবার প্রতিষ্ঠানে আচরণের অবক্ষয়। হাওড়া রেড ক্রস সোসাইটিতে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে ধুন্ধুমার। অভিযুক্ত কর্মী প্রসেনজিৎ হাজরাকে মারধর করে হাওড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বিক্ষুব্ধ সহকর্মীরা।

মহিলা কর্মীদের দাবি, তৃণমূল জমানা থেকেই সংস্থায় নানা অনিয়ম চলছে। টাকাপয়সার হিসেব চেয়েও মেলেনি। মঙ্গলবার প্রসেনজিতের কাছে হিসেব জানতে চাইতেই তিনি চড়াও হন। অভিযোগ, এক মহিলা কর্মীর পোশাক ধরে টানাটানি করেন। মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দপ্তর। ক্ষুব্ধ কর্মীরা ঘিরে ধরে তাঁকে পুলিশের হাতে দেন।

যদিও প্রসেনজিৎ সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, মহিলারাই তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তাঁকেই মারধর করা হয়েছে।

ঘটনার আড়ালে উঠে আসছে পুরনো অসন্তোষ। কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর আর্থিক স্বচ্ছতা নেই। হিসেব চাইলে ধামাচাপা দেওয়া হয়। সেই চাপা ক্ষোভই এবার ফেটে পড়ল। তাঁদের দাবি, রেড ক্রসের মতো সংস্থায় লেনদেন ও পরিচালনায় পূর্ণ স্বচ্ছতা ফেরাতে হবে।

পালাবদলের পর সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জমে থাকা অনিয়মের বিরুদ্ধে কর্মীদের এই সরব হওয়া নতুন রাজনৈতিক আবহের ইঙ্গিত। হাওড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সবুজ সাথী প্রকল্পে দুর্নীতির ছায়া! পুরনো ফাইল খুলে তদন্তের দাবি

দেবাশিস দে

রাজ্যের বহুল প্রচারিত 'সবুজ সাথী' প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এবার সরব হলো বঙ্গীয় শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতি (বিটিইএ)। সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী র কাছে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার নবান্নে পাঠানো স্মারকলিপিতে বিটিইএর সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল দাবি করেছেন, ২০১৫ সালে শুরু হওয়া 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের গোড়া থেকেই একাধিক অসঙ্গতি ছিল। বিশেষ করে সাইকেলের গুণমান, সরবরাহকারী সংস্থা নির্বাচন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। এবার সেই অভিযোগই আরও বিস্ফোরক আকারে সামনে এসেছে। সংগঠনের দাবি, প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। অভিযোগ করা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি ও সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই নিয়ম ভেঙে বরাত দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ 'কাটমানি' লেনদেনের অভিযোগও তোলা হয়েছে স্মারকলিপিতে।

শুধু দুর্নীতির অভিযোগই নয়, প্রকল্পের বণ্টন নীতিতেও পরিবর্তনের দাবি তুলেছে শিক্ষক সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে নির্বিচারে সাইকেল বিলির বদলে প্রকৃত আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই এই সুবিধা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর একের পর এক পুরনো প্রকল্প ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফাইল খতিয়ে দেখ ছে বর্তমান প্রশাসন। ইতিমধ্যেই একাধিক নিয়োগ, আর্থিক বরাদ্দ ও টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই আবহেই 'সবুজ সাথী' প্রকল্প নিয়ে ওঠা এই অভিযোগকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্তের ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত, অভিযোগের নথি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের পথে হাঁটতে পারে সরকার। বিজেপি সরকারের তদুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনদ গড়ার প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে এই অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। এদিকে এই অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপের মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও তৃণমূলের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তদন্ত শুরু হলে গত সরকারের একাধিক সিদ্ধান্ত ও টেন্ডার প্রক্রিয়া নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ মে ২০২৬, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার

‘মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন’ বদলে ‘আপনার সরকারকে বলুন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা বদলের রাজনীতি আরও এক ধাপ এগোল। তৃণমূল আমলের বহুল প্রচারিত জনসংযোগ প্রকল্প ‘মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন’ সরিয়ে এবার নতুন সরকার আনছে ‘আপনার সরকারকে বলুন’। মঙ্গলবার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করেন। তাঁর বক্তব্য, আগামী সপ্তাহ থেকেই চালু হবে নতুন ব্যবস্থা, বাতিল হবে পুরনো সমস্ত যোগাযোগ নম্বরও।

ঘটনাটি নিছক নামবদল নয়, বরং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র বদলেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ,

আগের প্রকল্পকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল; সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও তথ্য সরাসরি সরকারি পরিকাঠামোয় না গিয়ে পৌঁছত একটি বেসরকারি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার হাতে। সেই বিতর্ককে সামনে রেখেই নতুন সরকার পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন ব্যবস্থার ঘোষণা করল বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

নবান্ন সূত্রে খবর, এবার অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়াকে আরও সরাসরি প্রশাসনিক তদারকির আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে। নতুন নম্বরও আলাদা করে ঘোষণা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের নাম ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। তাঁর পরামর্শেই ‘আপনার সরকারকে বলুন’ নামটি চূড়ান্ত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকেই পূর্বতন সরকারের একাধিক কর্মসূচির নাম, রূপ ও প্রশাসনিক কাঠামোয় বদল আনা হচ্ছে। এবার সরাসরি নাগরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হল। বিরোধীদের একাংশের দাবি, এটি জনসংযোগের নতুন মোড়কের আড়ালে রাজনৈতিক স্মৃতি মুছে ফেলার কৌশল। যদিও সরকারের বক্তব্য, লক্ষ্য একটাই, অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রশাসনিক সাড়া পৌঁছে দেওয়া।

বিধানসভায় বিরোধীদের ঘর-বিতর্ক মেটাতে উদ্যোগী অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিরোধীদের ঘর-বিতর্ক মেটাতে উদ্যোগী নতুন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস। মঙ্গলবার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি জানালেন, বিরোধী দলের বিধায়কদের মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে ঘর বরাদ্দ করা হবে। অতীতে বিজেপি বিধায়কদের যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল, বর্তমান বিরোধীদের ক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতি যাতে না তৈরি হয়, সেদিকেই নজর রাখতে চাইছেন তিনি।

বিধানসভায় কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধ্যক্ষ বলেন, ‘বিরোধী দলে থাকাকালীন বিজেপির বিধায়কদের যে যে অসুবিধা হয়েছিল, বর্তমানের বিরোধী দলের যেন সেই সমস্যা না-হয়। আমি ওদের বরাদ্দ ঘর ভালো ভাবে তৈরি করে দিতে চাই।’ এদিন নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস রায় এবং বিধানসভার সচিব সমরেন্দ্রনাথ দাস।

বিরোধীদের ঘর বণ্টন নিয়ে চলা জটিলতা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ জানান, বিরোধী শিবিরের নেতারা সকলেই অভিজ্ঞ। তাঁদের উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং সম্মান বজায় রেখেই ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে আলাদা ঘর দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও মুখ খোলেন অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ‘নওশাদ সিদ্দিকি আবেদন করলে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।’

এদিকে আগামী ১৮ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। সেই অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচারের বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ যাতে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ সরাসরি দেখতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই লাইভ টেলিকাস্টের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞান, গবেষণা, স্টার্টআপ ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নে এবার পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চলেছে। কলকাতায় মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং একথা জানিয়েছেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবার দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হবে।

জিতেন্দ্র সিং জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও শিক্ষার শক্তিশালী পরিকাঠামো রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে গবেষণা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, বায়োটেকনোলজি এবং উদ্ভাবনভিত্তিক শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলতে চায় কেন্দ্র। বৈঠকে ছাত্রছাত্রী এবং মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ‘ইনস্পায়ার’, ‘ইনস্পায়ার মানক’, ‘বিজ্ঞান জ্যোতি’, ‘কিরণ’ এবং

‘ওয়াইজ’য়ের মতো প্রকল্প রাজ্যের স্কুল ও কলেজে আরও বিস্তৃতভাবে চালু করা হবে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চা, উদ্ভাবন এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হবে।

বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় দীর্ঘদিনের আর্সেনিক দূষণ নিয়ে সিএসআইআরের নেতৃত্বে বিশেষ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি ক্যানসার, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল থেরাপি এবং নতুন ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণাও শুরু হবে কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ক্যানসার হাসপাতাল এবং এইমস-সংযুক্ত স্বাস্থ্য নেটওয়ার্কের যৌথ উদ্যোগে।

সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে একটি সমন্বয় বৈঠক হবে। সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা হবে। পরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

জোরকদমে শুরু হতে চলেছে জনগণনার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার বদলের পর এবার জোরকদমে শুরু হতে চলেছে জনগণনার কাজ। কেন্দ্রের নির্দেশিকা কার্যকর করে পশ্চিমবঙ্গে জনগণনা প্রক্রিয়া শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। শুধু প্রশাসনিক অনুমোদনই নয়, এবার এই কর্মসূচিকে ঘিরে বড় সম্মেলনেরও আয়োজন করা হচ্ছে রাজ্যে।

আগামী ২৯ মে নবান্ন সভাঘরে ‘প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার্স’ কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্ন সূত্রে খবর, জনগণনা প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে জেলা প্রশাসন, পুরসভা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি তালিকাকরণ, প্রশাসনিক সীমানা আপডেট, তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্মী প্রস্তুতি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির কাজও শুরু হতে পারে খুব শীঘ্রই।

মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকার রাজনৈতিক কারণে জনগণনা প্রক্রিয়া আটকে রেখেছিল। তাঁর দাবি, এর ফলে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার পথও বিলম্বিত হয়েছে। নতুন সরকার কেন্দ্রের নীতি ও প্রশাসনিক কর্মসূচির সঙ্গে দ্রুত সমন্বয় করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বলেই প্রশাসনিক মহলের মত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সীমান্ত সুরক্ষা, আয়ুষ্মান ভারত, ১০০ দিনের কাজের পর এবার জনগণনা ইস্যুতেও কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয়ের বার্তা দিতে চাইছে নতুন বিজেপি সরকার।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ, আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন কসবা, তপসিয়া: এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ১০০ জন মামলাকারী। সঙ্গে আদালত সূত্রে খবর, চারটি বাড়ির প্রায় ১০০ জন মামলাকারী এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মঙ্গলবার তাঁদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, একটি বাড়ি ১৯৯২ সাল থেকে রয়েছে। এবার সেটিও ভাঙার নির্দেশ এসেছে। মামলাকারীদের এই আর্জি শুনে বিচারপতি পার্থসারথি সেন মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। আদালত সূত্রে এও খবর, আগামী শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা।

২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসার পরই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অবলম্বন করা হবে বলে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশের পরই শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে তা ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে নোটিস পাঠাচ্ছে পুরসভা। শহরের তিনটি এলাকা তিলজলা, কসবা এবং বেলেঘাটায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজও শুরু করে পুরসভা। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগেই তিলজলা, কসবা এবং বেলেঘাটা এই তিন এলাকার অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে নোটিস পাঠায় কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০-র ৪০০(১) ধারায় ওই নোটিস পাঠানো হয়েছে। ওই ধারায় বলা আছে, কোনও বাড়ি বা নির্মাণের প্ল্যান-বহির্ভূত অবৈধ অংশ ভাঙার বা কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন পুর কমিশনার। তবে ভাঙার আগে সংশ্লিষ্ট ওই সম্পত্তির মালিককে নোটিস পাঠাতে হবে পুরসভাকে। সেই নোটিস অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ওই সম্পত্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য মালিককে জানাবে পুরসভা। মালিক কোনও পদক্ষেপ না করলে, তখন পুরসভা ওই নির্মাণকে ভেঙে দিতে পারে।

আর যে তিনটি অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ চলছে, প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও স্থানীয় তৃণমূল নেতার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। বেলেঘাটার অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর। বাকি দু’ জায়গার দুই অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলর বা বরো চেয়ারম্যানের যোগ থাকার খবরও মিলেছে। যদিও রাজু বা কাউন্সিলর কিংবা বরো চেয়ারম্যান এই বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। অভিযোগ, নির্মাণগুলির জন্য পুরসভা যে প্ল্যানে অনুমোদন দিয়েছিল, তা উপেক্ষা করে মাথা তুলতে শুরু করে বহুতলগুলি। কোথাও পাঁচতলা, কোথাও ছ’তলা বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও দুই ব্লকে বহুতল নির্মাণের কাজও চলছিল। এ ব্যাপারে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যা বেআইনি তা ভাঙা হবে। কোনও বৈধ নির্মাণ ভাঙা হবে না। বেআইনি ভাবে তৈরি নির্মাণ ভাঙা হবে। সেই মতো গত রবিবার কলকাতার তিন জায়গায় ভাঙার কাজ শুরু হয়। আর এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলেও জানিয়েছে পুরসভা।

নবান্নে ছাঁটাই-আতঙ্ক, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দপ্তরের ভিতরেই এবার কর্মহীন হওয়ার কোপ। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের পাঁচ অস্থায়ী কর্মীকে বিনা নোটিসে সরিয়ে দেওয়া ঘিরে তোলপাড় নবান্ন। আগাম কোনও বার্তা ছাড়াই রুজি হারানোয় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে।

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিরোধী শিবিরের এক শীর্ষ নেতা। রাজ্যের সর্বোচ্চ নেত্রীর কাছে তিনি কড়া ভাষায় চিঠি পাঠিয়ে জানতে চেয়েছেন, কোন যুক্তিতে এই পাঁচ দিনমজুরের জীবিকা কেড়ে নেওয়া হল? চিঠিতে তাঁর প্রশ্ন, প্রশাসনের অন্দরেই যদি শ্রমের অধিকার এভাবে লঙ্ঘিত হয়, তাহলে বাইরের ছবিটা কী? ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের এক সহকর্মী নাম না প্রকাশের শর্তে বললেন, ‘আজ ওদের সঙ্গে যা হল, কাল আমাদের সঙ্গেও হতে পারে। এভাবে চললে আমাদের সংসার

ভেসে যাবে।’ এই আতঙ্ক এখন গ্রাস করেছে নবান্নের অন্যান্য অস্থায়ী কর্মীদেরও।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিষয়টি নিছক দপ্তরি বদল নয়। প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পাঁচ জন খেটে খাওয়া মানুষের কাজ চলে যাওয়ার পিছনে অন্য অঙ্ক দেখছেন অনেকে। ক্ষমতার অলিন্দে এই ঘটনা নতুন করে উলকে দিচ্ছে ঠিকা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের প্রশ্ন। ভোটের পর নতুন সরকারের আমলে নবান্নের এই ছবি ইঙ্গিতপূর্ণ। একদিকে কড়া প্রশাসনের বার্তা, অন্যদিকে শ্রমিক অসন্তোষের বীজ। পাঁচ জনের কর্মচ্যুতি এখন আর শুধু পাঁচটি পরিবারের সমস্যা নয়। এর ঢেউ কত দূর গড়ায়, সেদিকেই চোখ রাজ্য রাজনীতির। প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপই ঠিক করে দেবে, নবান্নের অন্দরে শ্রমিকের অধিকার কতটা সুরক্ষিত।

দমদম বিমানবন্দরে লিফট ছিঁড়ে দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম বিমানবন্দরে আচমকা লিফট ছিঁড়ে পড়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩ জন। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলাকালীন এই বিপত্তি ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে বিমানবন্দর চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, দুপুর ১টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে এয়ারপোর্টের বাস লাউঞ্জের ৩৪ নম্বর লিফটে। এই লিফটটি মেরামতির জন্য কয়েক দিন ধরেই বন্ধ ছিল। মেরামতির কাজ চলাকালীন হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে যায়। দুর্ঘটনায় জখম হন কয়েক জন। তাঁদের মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর।

কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আহতরা তিনজনেই পুরুষ, একজনের বয়স ৫১ বছর। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর বুক ও পেলভিসে আঘাত লেগেছে।

পাঁজরের একাধিক হাড় ভেঙেছে। দ্বিতীয় জনেরও বয়স ৫১। তাঁর মাথায় এবং বাম পায়ের গোড়ালি আঘাত লেগেছে। খুলির একাধিক হাড় ভেঙেছে। তাঁকে নিউরোসার্জারি বিভাগের অধীনে ভর্তি করা হয়েছে। তৃতীয় জনের বয়স ২৭ বছর, তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে এবং দুই পায়েরই একাধিক হাড় ভেঙেছে বলে জানা গিয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় কাঠগড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১২ দিন কোমায় থাকার পর মৃত্যু হয় নেতাজিনগরের মহর্ষি বিদ্যা মন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ নাথের। অভিযোগ, স্কুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পরিবারকে কোনও খবর দেওয়া হয়নি। স্কুল থেকে বের হওয়ার পর আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে সে। এরপর গত রবিবার মৃত্যু হয় আয়ুষের। আর এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, বারবার বলা সত্ত্বেও স্কুলের পড়ুয়াদের প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন অভিভাবকরা।

এদিকে সূত্রে খবর, গত ১৩ মে আর পাঁচটা দিনের মতো স্কুলে গিয়েছিল ওই ছাত্র। তার বাবা জানান, ছুটির সময় তিনি যখন ছেলেকে আনতে যান, তখন স্টাফরুম থেকে ফোন করে বলা হয় সেখানে যেতে। তিনি গিয়ে দেখেন, তাঁর ছেলে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে, গোটা শরীর জলে ভেজা, শিক্ষিকারা গালে মেরে মেরে তার চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করছে। এরপর স্কুল থেকে সোজা ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে যান তিনি। তারপর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। কোমায় চলে যায় আয়ুষ। তারপর ১২ দিন কোমায় থাকার পর গত রবিবার মৃত্যু হয় আয়ুষের।

ঘটনায় সন্তানহারা আয়ুষের মা জানান, ‘ছেলে স্কুলে গিয়েই জানিয়েছিল অসুস্থ বোধ করছে। সেই অবস্থায় ৬টা পিরিয়ড স্কুলেই বসিয়ে রাখা হয়। এমনকী বাড়িতে কেউ খবরও দেয়নি। ওই অবস্থায় ভারী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আমার ছেলে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। দেওয়ালে জোরে ধাক্কা খায়। ওর বন্ধুরাই এসব বলেছে। স্কুল আমাদের কিছু বলেনি। আমরা যাতে না বুঝতে পারি, তার জন্য ওকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়।’ পাশাপাশি তিনি এও জানান, চিকিৎসকরা ‘কেস হিস্ট্রি’ জানতে চাইলে আয়ুষের বাবা যখন স্কুলে যোগাযোগ করেন, তখনও পড়ে যাওয়ার কথা জানাননি শিক্ষিকারা।

এই ঘটনায় স্কুলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্কুলের তরফে কেউ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি।

আন্তর্জাতিক হকার দিবসে কেন্দ্রকে বিঁধলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ মে, আন্তর্জাতিক হকার দিবস। বিশ্বজুড়ে যখন ফুটপাথের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারদের অবদানকে কুর্নিশ জানানো হচ্ছে, ঠিক তখনই হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠতে চলেছে বাংলা। কারণ, শিয়ালদহ থেকে শুরু করে হাওড়া রাজ্যের দুই প্রধান স্টেশনেই হকারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ছবি সামনে এসেছে কিছুদিন আগেই। আর এই আন্তর্জাতিক হকার দিবসেই এই উচ্ছেদ অভিযানের তীব্র নিন্দা করে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে হকারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় বিদ্ধ করতে দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। উচ্ছেদ অভিযানের জেরে যেভাবে বহু পরিবার পথে বসছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি লেখেন, ‘যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেই বিজেপি সরকার হকারদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, উচ্ছেদ করছে, তাদের দোকান ভেঙে দিচ্ছে, তাদের চোখের জলকে তোয়াক্কা না করে তাদের পথে বসাচ্ছে সেটা দেখে আমি বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, মর্মাহত। অত্যাচারীরা এর জবাব নিশ্চয়ই পাবে।’ এর পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ফুটপাথের এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জোর করে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে হকারদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব।’

কিছুদিন আগেই স্টেশন চত্বর সাফ করার কাজে বড় পদক্ষেপ করে রেল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি হাওড়া স্টেশনের জবরদখল হটাতে আরপিএফ-এর বিশাল বাহিনী নিয়ে মেগা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল স্টেশনের সাবওয়ে এবং ডিআরএম অফিসের সামনের

বেআইনি দোকান ও ঝুপড়িগুলি। ঠিক একই রকম কড়া পদক্ষেপের ছবি দেখা গিয়েছে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরেও। বুলডোজার চালিয়ে স্টেশন চত্বরের এক বড় অংশ খালি করে দেওয়া হয়। রেল সূত্রের খবর, যাত্রী সুরক্ষা এবং স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের স্বার্থেই এই বেআইনি জবরদখল মুক্ত করার সিদ্ধান্ত। তবে এই আকস্মিক অভিযানের জেরে রুটি-রুজি হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বহু প্রান্তিক ব্যবসায়ী। শুধু এই দুই রেল স্টেশনই নয়, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে হকারদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর মিলেছে। রাজ্যে সদ্য ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকারের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে ফুটপাথের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অন্যদিকে বেআইনি জবরদখল রুখতে রেলের তরফেও চালানো হয়েছে বুলডোজার।

আন্তর্জাতিক হকার দিবসের এই আবহেই মাথা চাড়া দিয়েছে হকারদের আইনি অধিকারের প্রশ্নটি। মমতা নিজের সমাজ মাধ্যমের পোস্টে ইখেছেন, ফুটপাথচলতি মানুষের যাতায়াতের অধিকার এবং হকারদের জীবন-জীবিকার অধিকার, এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সুপ্রিম কোর্ট অতীতে একাধিক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। ১৯৮৯ সালের ‘সোদান সিং’ মামলা বা ২০১০ সালের ‘গেন্দা রাম’ মামলার হাত ধরেই দেশে তৈরি হয়েছিল ‘স্ট্রিট ভেন্ডর (সুরক্ষা ও নিয়মকানুন) আইন, ২০১৪’। আজকের এই বিশেষ দিনে একদিকে যেমন রেল ও প্রশাসনের তরফে কড়া উচ্ছেদ অভিযান চলছে, অন্যদিকে তেমনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই পোস্ট এবং হকারদের অধিকারের লড়াই বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

শাহ-অভিষেক বিতর্কে আইনের সমান দাঁড়িপাল্লা নিয়েই প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের উত্তাপ মুছে যাওয়ার আগেই বাংলার রাজনীতিতে সামনে এল এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন, আইনের চোখ কি সত্যিই সকলের জন্য সমান? একদিকে বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে একই ধরনের ভাষণ নিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে ফিরতে হল খালি হাতে। আর সেই ঘটনাই নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে।

বিধাননগরের এক বাসিন্দার দাবি, নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, তা কেবল রাজনৈতিক কটাক্ষ নয়, প্রকাশ্য উসকানি। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলকে আক্রমণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এমন কিছু মন্তব্য করেন যা সামাজিক বিভাজনকে আরও তীব্র করতে পারে। সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ তা গ্রহণ করেনি বলে দাবি অভিযোগকারীর।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল তুলনার জায়গাটি। কারণ, কয়েক দিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নির্বাচনী মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের হয়েছিল। পরে অবশ্য কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কড়া পদক্ষেপে স্থগিতাদেশ দেয়। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক পরিচয় বদলালেই কি প্রশাসনিক সক্রিয়তার চরিত্রও বদলে যায়?

এই ঘটনাপ্রবাহে আরও স্পষ্ট হয়েছে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক আবহ।

সম্পাদকীয়

রাজ্যের ক্ষমতা হারানোর পর এবার সংসদের দুই কক্ষেই ভাঙছে তৃণমূল?

রাজ্যে ক্ষমতা হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর দলকে কী ভাবে কোন পথে টিঁকিয়ে রাখা যায় সেই পথ খুঁজে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে রোজই দলের পদাধিকারী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ডেকে 'ভোকাল টনিক' দিচ্ছেন। 'আমরা ঘুরে দাঁড়াবোই', বলেও নরমে, গরমে চলছে বোঝানো। কিন্তু তাতে যে খুব একটা কাজ হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য বিরাট কোনও রাজনৈতিক বোদ্ধা হওয়ার দরকার নেই। প্রতিদিনকার খবরের কাগজটাই যথেষ্ট। সেখানে প্রায় নিয়ম করে দেখা যাচ্ছে, একের পর এক নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলররা পদ ছাড়ছেন, নয়তো বেসুরো গাইছেন। চারবারের সাংসদ বরাবর মমতা-ঘনিষ্ঠ কাকলি এর মধ্যেই পদ ছেড়ে বিদ্রোহী হয়েছেন। আর এক 'নীরব' সাংসদ প্রায় দেড় দশকের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় এবার ফের বেসুরো হয়েছেন। সূত্রের খবর, এতো সবে শুরু। তৃণমূলের জনা ১২ সাংসদ নাকি এরমধ্যেই দলবদলের পথে পা বাড়িয়ে ফেলেছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগে আছেন আরও ৬-৮ সাংসদ। ফলে সবমিলিয়ে সংখ্যাটা ১৯ থেকে ২০-র মধ্যে। লোকসভায় তৃণমূলের এই মুহুর্তে সাংসদ সংখ্যা ২৮ জন। কারণ, বসিরহাট আসন হাজি নুরুলের মৃত্যুর পর এখনও ফাঁকা। ফলে ১৯ থেকে ২০ জন দলবদল করেন তাহলে আর আইনি ঝামেলায় পড়তে হবে না। ফলে সেই মডেলেই এখন প্রস্তুতি চলছে। বঙ্গ বিজেপি অবশ্য এখনও আগামী তিন মাস দরজা না খোলার সিদ্ধান্তে অনড়। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এরকম কিছু বলেছেন, বলে শোনা যায়নি। লোকসভায় দল হিসেবে বিজেপির এখনও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠাতা নেই। নীতিশ, চন্দ্রবাবুর মতো অনেকের ওপর তাঁরা নির্ভরশীল। এই নির্ভরতা একটা শক্তিশালী সরকারের জন্য মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়। তাই বিজেপির এতে খুব আপত্তি থাকবে, এমন ভাবার কারণ নেই। তবে তৃণমূল ভেঙে বেরিয়ে আসা সাংসদরা সরাসরি বিজেপিতে যাবেন, নাকি, আলাদা অস্তিত্ব বজায় রেখে বিজেপির পাশে থাকবেন তা পরিষ্কার নয়। পান্‌জাবের আপ সাংসদরা এরমধ্যেই একটা উদাহরণ তৈরি করেছেন। এখন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরাও সেই মডেল অনুসরণ করেন কিনা সেটাও দেখার।

শব্দছক ১৭১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. অখাদ্য খাওয়া ৪. বিসর্জন ৬. ময়লা ৭. আকাশ ৮. ভূমিতে জলপ্লাবন ৯. মৃত ১০. স্ত্রীলোক ১২. শ্রীকৃষ্ণ ১৪. সার্থকতা প্রাপ্তি ১৫. বনে জন্মায় যা ১৭. অতি তাপের প্রবাহ ১৮. মুহূর্ত ১৯. নফর ২০ আলয় ২১. চোখ ২২. দান সম্বন্ধীয়

ওপর-নিচ: ১. আবীর ২. অবয়বের আকৃতি ৩. অতি তুচ্ছ ৪. অছিলা ৫. প্রণমিত ৮. সাদা পাখির ঝাঁক ৯. হোম ১১. বিষয়ের আঙ্কিক উপস্থাপন ১৩. সাদা ১৬. জনসাধারণের মতামত ১৭. ঋণ ১৮. পরীক্ষা করা ১৯. স্নান ২০. প্রবাহ বা পদ্ধতি

সমাধান ১৭০ — পাশাপাশি: ১. গোপুর ৫. ধনকুবের ৮. পাকিস্তান ৯. বামা ১২. কান ১৩. বদন ১৫. বৈঠক ১৬. ফেন ১৭. ভোমরা ১৮. পদ ১৯. হর ২০. রক্ষণ

ওপর-নিচ: ১. পুলকিত ৩. পান ৪. কবে ৫. ধনবান ৬. কুনো ৭. রত্ন ১০. ছাদ ১১. অবৈধ ১২. কাকভোর ১৩. বন ১৪. ননদ ১৬. ফেরার ১৮. পণ

আজকের দিন

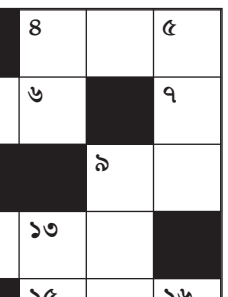

■ **১৯৩৭** — সান ফ্রান্সিসকোতে গোল্ডেন গেট ব্রিজ চালু হয়।

■ **১৯৪১** — ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি কর্তৃক ভয়ংকর জার্মান যুদ্ধজাহাজ বিসমার্ককে ডুবিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ নৌ-যুদ্ধের অবসান ঘটে ।

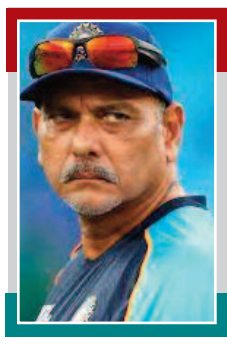

■ **২০০৬** — জাভা দ্বীপে একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ৬,০০০ মানুষ নিহত হয়।

জন্মদিন

১৯২৮ *বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিন গডকড়ির জন্মদিন।*

১৯৬৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবি শাস্ত্রীর জন্মদিন।*

রবি শাস্ত্রী

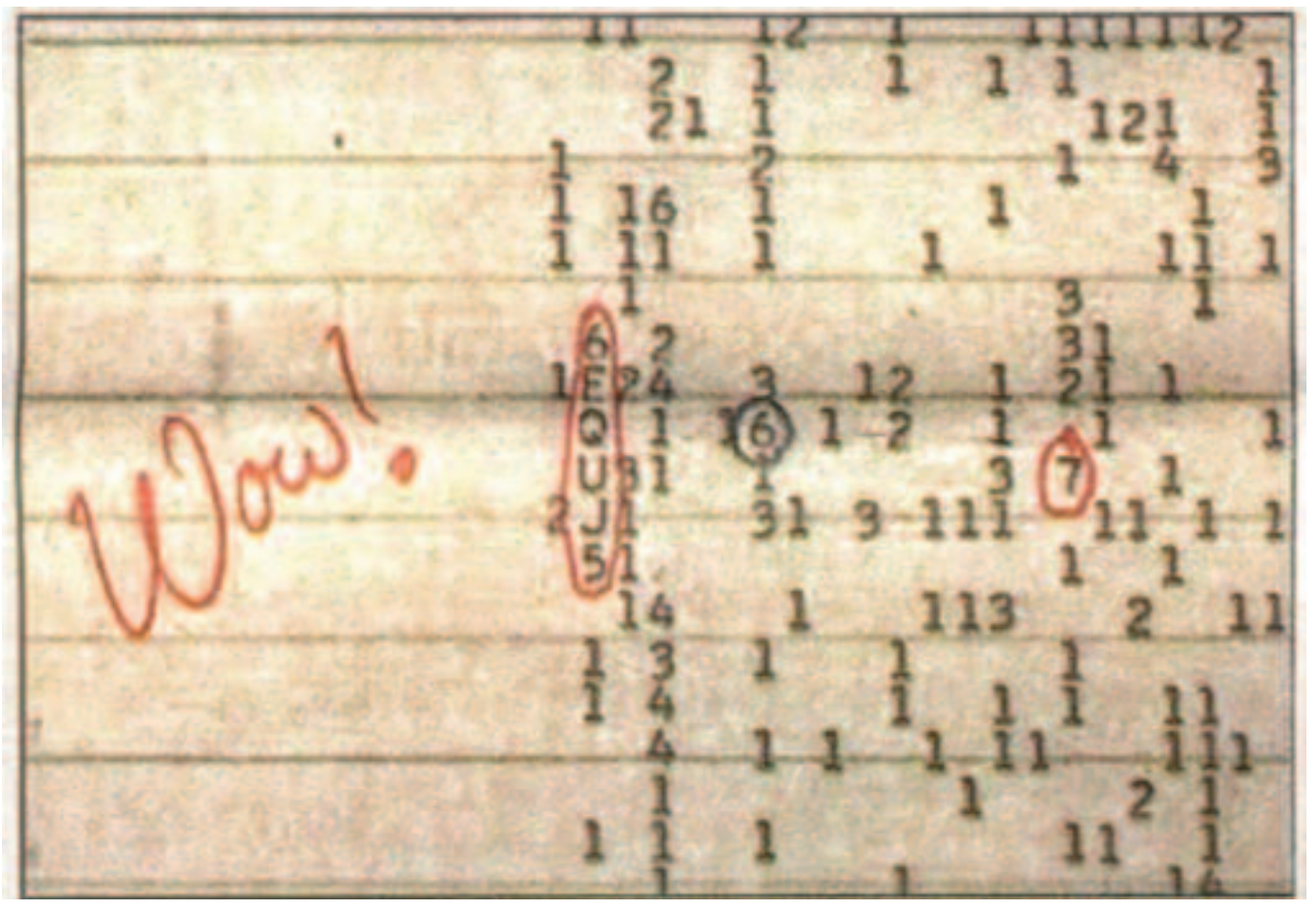

ব্রহ্মাণ্ডের 'ওয়াও! সিগন্যাল' পঞ্চাশ বছরেও রহস্যময়

সুবীর পাল

সেই বিস্ময়কর দিনটি ছিল ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট। স্থানটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির এক মহাকাশ গবেষণাগার। তখন সেখানে কোনও জন কোলাহল বলতে কিছুই ছিল না। নিঃস্তব্ধ আর শুধুই নিঃস্তব্ধতা। আসলে উপস্থিত গবেষক সাধকেরা তখন মগ্ন আপন একাগ্র নিজ নিজ সাধনায়। সময় বলতে রাতের গভীরতা থমথম করছে চারিদিক। বিশাল একটি যন্ত্র আকাশের দিকে কান পেতে চুপচাপ শুনছিল মহাবিশ্বের নিঃশব্দ ফিসফিসানি। রোজকার মতো। নিঃস্ফলা অভ্যাসে। কাজটা ছিল সত্যি একঘেয়ে। তবু এ সাধনা যে নিরন্তর নিরীক্ষণের। দূর মহাকাশ থেকে আসা ক্ষীণ রেডিও সংকেত ক্যাপচার করে রেকর্ড করা হলো মূল কর্মযজ্ঞ। আচমকা সেই সময় ঘটলো এক চমকে যাওয়ার মতো কাণ্ড। সহসা হঠাৎ করেই যন্ত্রটি একটি আশ্চর্য রেডিও সংকেত গ্রহণের নির্দেশ দিল। তখনকার মতো গবেষকদের অজান্তেই রেকর্ডিং হয়ে গেল এক যুগান্তকারী রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির অদ্ভুত শব্দমালা। যার পরতে পরতে রয়ে গেছে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো আন এন্ডিং প্রশ্নগুচ্ছ। যার উত্তর বিশ্ববাসীর আজও অজানাই থেকে গেছে। এই ঘটনার কয়েকদিন পর আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য। দিন কয়েক বাদে সেই গবেষণা কেন্দ্রে কম্প্যুটারের প্রিন্টআউট পরীক্ষা করার সময় একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সেই অস্বাভাবিক নতুনতর রেডিও সংকেতটি আলাদা ভাবে লক্ষ্য করেন। বিস্মিত হয়ে তিনি ওই রেকর্ডেড প্রিন্টআউটের পাশে লাল কালিতে লিখে দিয়েছিলেন, 'ওয়াও!' এরপর থেকেই ওই হতবাক হওয়া রেডিও সিগন্যালটি 'ওয়াও! সিগন্যাল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তারপর যেতে যেতে যেতে যেতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মাইলস্টোনটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের মনুষ্য সভ্যতার একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, 'কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম?'

নিত্য পরিবর্তিত আন্তনাক্ষত্রিক জগতের রহস্যময় ঘোমটায় আজও যে লুকিয়েই আছে একটি মাত্র শ্রবণ তরঙ্গ। 'ওয়াও' শব্দের অন্তরীক্ষে। লাল কালিতে লেখ্য ছোপে। অজানা শব্দ ভান্ডারের হাজার দুয়ারীতে।

ইংরেজি ভাষায় একটি শব্দ রয়ে গেছে। 'ওয়াও'। 'ডাবলু', 'ও', 'ডাবলু'। ইংরেজির এই তিনটি অক্ষর পরপর সাজিয়ে 'ডাবলুওডাবলু' শব্দ গঠন হয়েছে। বিখ্যাত এই বহুল প্রচলিত ইংরেজি শব্দটির উচ্চারণ হলো 'ওয়াও'। অধুনা বঙ্গ নব প্রজন্মের জীবনযাত্রার পারস্পরিক ভাসিয়ে দেওয়া বাংলা কথনেও এর উচ্চারণ মোটামুটি ভাবে 'ওয়াও' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে আজকাল।

সাধারণত মুগ্ধতা, আনন্দ, খুশি, বিস্ময়, চমৎকার, বাহ্‌ জাতীয় অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা হয় ওয়াও শব্দের মধ্যে দিয়ে। ওয়াও শব্দটি প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয় ১৫১৩ সালে। 'ডাবলু', 'ও', 'ডাবলু' এই তিনটি অ্যালফাবেট দিয়ে গঠিত ওয়ার্ড 'ডাবলুওডাবলু' বা ওয়াও শব্দটি আসলে স্কটিশ ইংরেজি থেকে উৎপত্তি। যার মূল শব্দ 'ভিওডাবলু' সংস্পর্শে হতে সৃষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। ভিওডাবলু শব্দের অর্থ হলো 'শপথ করছি আমি'। ১৯২০ পর্যন্ত এই ওয়াও শব্দটি সাধারণ ভাবে নিম্ন পর্যায়ের কথ্য ভাষার শব্দ হিসেবে চালু থাকলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে এটি বিস্ময় সূচক অভিব্যক্তির প্রকাশ হিসেবে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাম্প্রতিক কালে তো বং জেন জি'র মুখে মুখে তো এই ওয়াও হয়ে উঠেছে নিজেদের মধ্যে কথপোকথন সুচনা-মাধ্যমের ফিতে কাটার ওপেনিং ওয়ার্ড। অথচ এই 'ওয়াও' প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ হয়ে উঠেছে মহাজাগতিক মহাসংকেতের এক রহস্যময় চিরন্তনী নাম 'ওয়াও! সিগন্যাল'। কি অদ্ভুত নাম আধিপত্য একটি রক্তিম বর্ণের শব্দ লিখনকে কেন্দ্র করে, তাই না?

সেই বিস্ময়কর দিনটি ছিল ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট। স্থানটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির এক মহাকাশ গবেষণাগার। তখন সেখানে কোনও জন কোলাহল বলতে কিছুই ছিল না। নিঃস্তব্ধ আর শুধুই নিঃস্তব্ধতা। আসলে উপস্থিত গবেষক সাধকেরা তখন মগ্ন আপন একাগ্র নিজ নিজ সাধনায়। সময় বলতে রাতের গভীরতা থমথম করছে চারিদিক। বিশাল একটি যন্ত্র আকাশের দিকে কান পেতে চুপচাপ শুনছিল মহাবিশ্বের নিঃশব্দ ফিসফিসানি। রোজকার মতো। নিঃস্ফলা অভ্যাসে। কাজটা ছিল সত্যি একঘেয়ে। তবু এ সাধনা যে নিরন্তর নিরীক্ষণের। দূর মহাকাশ থেকে আসা ক্ষীণ রেডিও সংকেত ক্যাপচার করে রেকর্ড করা হলো মূল কর্মযজ্ঞ। আচমকা সেই সময় ঘটলো এক চমকে যাওয়ার মতো কাণ্ড। সহসা হঠাৎ করেই যন্ত্রটি একটি আশ্চর্য রেডিও সংকেত গ্রহণের নির্দেশ দিল। তখনকার মতো গবেষকদের অজান্তেই রেকর্ডিং হয়ে গেল এক যুগান্তকারী রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির অদ্ভুত শব্দমালা। যার পরতে পরতে রয়ে গেছে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো আন এন্ডিং প্রশ্নগুচ্ছ। যার উত্তর বিশ্ববাসীর আজও অজানাই থেকে গেছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য। দিন কয়েক বাদে সেই গবেষণা কেন্দ্রে কম্প্যুটারের প্রিন্টআউট পরীক্ষা করার সময় একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সেই অস্বাভাবিক নতুনতর রেডিও সংকেতটি আলাদা ভাবে লক্ষ্য করেন। বিস্মিত হয়ে তিনি ওই রেকর্ডেড প্রিন্টআউটের পাশে লাল কালিতে লিখে দিয়েছিলেন, 'ওয়াও!' এরপর থেকেই ওই হতবাক হওয়া রেডিও সিগন্যালটি 'ওয়াও! সিগন্যাল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। তারপর থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই 'ওয়াও! সিগন্যাল' রয়ে গেছে মহাবিশ্বের থেকে সংগ্রহ করা সবচেয়ে রহস্যময় সংকেতগুলোর মধ্যে একেবারে অন্যতম একটি। যা অবশ্যই আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায় রহস্য উন্মোচনের অনাবিষ্কৃতের তালিকায়।

বহুদিন ধরেই মানুষকে ভাবিয়েছে, এই অফুরাণ মহাবিশ্বে কি শুধু আমরাই অর্থাৎ মানুষেরাই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী? নাকি দূর অজানা নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত কোনও গোপন গ্রহে অপর কোন সভ্যতা রয়ে গেছে আমাদেরই অজান্তে?

এ হেন প্রশ্ন থেকেই উদ্ভব হয় এসইটিআই বা 'সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স' নামক একটি প্রজেক্ট। মহাশুন্যে অবস্থিত ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান সভ্যতার সন্ধানের উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন, যদি কোথাও কোনও উন্নত সভ্যতা থেকে থাকে এই মহাবিশ্বে, তাহলে তারা হয়তো শক্তিশালী রেডিও সংকেত ব্যবহার করতেও পারে। কারণ রেডিও তরঙ্গ মহাকাশে অনেক দূর পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করতে পারে অতি সহজেই। সেই কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহারের মাধ্যমে আকাশের অভিমুখে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক কান পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। ঠিক যেন কেউ মহাজাগতিক সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে থেকে কেউ বহু দূরের অচেনা জাহাজের থেকে বেজে ওঠা হুইসেল শোনার চেষ্টা করছে নাছোড় প্রত্যয়ে।

আক্ষরিক অর্থে, যে যন্ত্রটির সাহায্যে ওই বিস্মিত রহস্যময় সংকেত ধরা পড়েছিল সেটির নাম ছিল 'বিগ ইয়ার'। এটি ছিল একটি বিশাল মাপের রেডিও টেলিস্কোপ। আর এই রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে 'ওয়াও! সিগন্যাল' শনাক্তকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম ছিল, জেরী এহম্যান। তিনি ছিলেন এসইটিআই প্রকল্পের একজন কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী গবেষক।

অবাক করা ব্যাপার হলো, 'বিগ ইয়ার' কিন্তু চলমান টেলিস্কোপ মোটেও ছিল না। এটা আদতে ছিল স্থির প্রকারের। পৃথিবী নিজের কক্ষ পথে ঘুরছিল, আর সেই ঘূর্ণনের ফলে আকাশের বিভিন্ন অংশ ধীরে ধীরে এর দৃষ্টিসীমার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল জাগতিক নিয়মে যান্ত্রিক পরিসীমায়। সুতরাং কোনও ধরণের রেডিও সংকেত সাধারণত ৭২ সেকেন্ডের বেশি ধরা পড়তো না অ্যাভারেজ দস্তুরে এই বিগ ইয়ার'এর মাধ্যমে। তাই ঠিক ৭২ সেকেন্ডের জন্যই ধরা পড়েছিল সেই অদ্ভুত সংকেত 'ওয়াও! সিগন্যাল'। কিন্তু এই সিগন্যালের বহর যে প্রকৃত কতটা সময় মাত্রার, তা আজও জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ওই রেডিও সংকেতটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কম্পিউটার প্রিন্টআউটে সেটি আলাদা করে নজর কেড়ে নিয়েছিল। তাতে একটি অদ্ভুত কোড লেখা ছিল 'সিক্সইকিউইউজেফাইভ'। এটি আসলে সংকেতের প্রখর তীব্রতার একটি সূচক-হিসেব মাত্র। ক্যাপচারড ফ্রিকোয়েন্সির যত ডান দিকে অনুধাবন করা গিয়েছে, সংকেতটি ততই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পরে আবার নিজের থেকেই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সংকেতটি ধীরে ধীরে চড়ায় উঠেছে এবং পরে আবার মিলিয়েও গেছে আপন উৎসের অন্দরমহলে। ঠিক যেমনটি মহাকাশের কোনও দূরবর্তী শব্দের আঁতুরঘর থেকে ভেসে আসা কোনও এক সংকেতের চরিত্রটি যেমন হতে পারে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে উক্ত সংকেতটি এসেছিল একটি বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে। যার পরিমাপ ছিল প্রায় ১৪২০ মেগাহার্টজ। এটি খুবই লক্ষ্যনীয় একটি সংখ্যা। কারণ এই ফ্রিকোয়েন্সির অস্তিত্ব আসলে হলো নিরপেক্ষ হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক স্পেকট্রাল লাইনের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মহাশুন্যে সবচেয়ে বেশি যে মৌলটির উপাদান রয়ে গেছে সেটি হলো হাইড্রোজেন। তাই বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী অনুমান করেন, কোনও উন্নত সভ্যতা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এই সংকেত পাঠিয়ে থাকে, তবে তারা হয়তো এই ধরণের হাইড্রোজেন নির্ভর ফ্রিকোয়েন্সিই ব্যবহার করে থাকবে। কারণ আন্তনাক্ষত্রিক জগতের 'ওয়াও! সিগন্যাল' হয়তো এক ধরণের নিজস্ব 'মহাজাগতিক সাধারণ ভাষা' হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর অজান্তে অজানা কোন আন্তবিশ্বলোকের জান্তে।

এখানেই তো আজও থেকে গেছে রহস্যের সূত্রপাত। এই রেডিও সংকেত এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে অনেক বিজ্ঞানী প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো এটি সত্যিই কোনও বুদ্ধিমান সভ্যতার তরফে পাঠানো ফ্রিকোয়েন্সি। কারণ এটি ছিল খুবই সংকুলান ব্যান্ডের অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু প্রাকৃতিক রেডিও উৎসের মতো সেটির আচরণ ছিল না। এটাও বাস্তব, সংকেতটি আর কখনও দ্বিতীয়বার ফিরে আসেনি। বিজ্ঞানীরা একাধিকবার এই সংকেতের উৎস খুঁজেছেন। আরও উন্নত যন্ত্র দিয়ে অনুসন্ধান করেছেন মহাবিশ্বের বিভিন্ন আঙ্গিকে। কিন্তু আর কখনই সেই সংকেত পুনরায় ধরা পড়েনি। অনেকের অনুমান, যদি 'ওয়াও! সিগন্যাল' কোনও নিয়মিত ভিনগ্রহী সম্প্রচার হতো, তাহলে হয়তো আবার সেটির অস্তিত্ব পৃথিবীর প্রান্তে দেখা যেত। কিন্তু মহাবিশ্ব এই একটি ক্ষেত্রে আপাতত চির নীরবই থেকে গেল।

'ওয়াও! সিগন্যাল' নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে নানা মুনির নানা মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটি হয়তো ধূমকেতুর গ্যাসীয় মেঘ থেকে আসা সংকেত। অনেকের মতে, পৃথিবীর কোনও অজানা রেডিও ইন্টারফেয়ারেন্স। আবার বহুজনের ধারণা, সংকেতটি হয়তো একেবারেই বিরল কোনও প্রাকৃতিক মহাজাগতিক ঘটনার অনুররণ মাত্র। ২০১৭ সালে একাংশ জ্যোতির্দাবিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে সোচ্চার হয়েছিলেন, সম্ভবত দুটি ধূমকেতুর চারপাশের পারস্পরিক হাইড্রোজেন মেঘের মুখোমুখি সংঘর্ষের নিনাদ থেকে সৃষ্ট এই সংকেত হতে পারে। আবার এই মতবাদের বিপক্ষেও সমালোচনা শোনা গেছে। কারণ, ধূমকেতুর থেকে উৎসারিত কোনও সংকেত এতো শক্তিশালী এবং এমন নির্দিষ্ট ফর্মের কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ 'ওয়াও! সিগন্যাল' সম্পর্কিত রহস্য এখনও পর্যন্ত রহস্যের গর্ভেই রয়ে গেছে।

'ওয়াও! সিগন্যাল' একটি অদ্ভুত সত্যের সামনে নিয়ে এসে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মহাবিশ্বের আকার অবিশ্বাস্য রকমের অকল্পনীয় বিশালাকার। যার আদি বা অনন্ত বা শুরু বা শেষ কোনও কিছুই পৃথিবীর মানুষকে আজও কল্পনা করার সাধ্য জোগায়নি। শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব চেনা ছায়াপথেই তো রয়েছে শত শত বিলিয়ন নক্ষত্র। আবার মহাবিশ্বে রয়েছে এমনতর শত শত বিলিয়ন গ্যালাক্সি।

আর এই অফুরন্ত বিশালত্বের মধ্যে তাহলে আমরা কোথায় কিভাবেই বা সবাই অবস্থান করছি? এই প্রশ্নটিই যে 'ফার্মি প্যারাডক্স' নামে আজ সুপরিচিত পৃথিবীর বিজ্ঞান মণ্ডলে। অর্থাৎ, এত মহাবিশাল মহাবিশ্বে যদি বুদ্ধিমান সভ্যতা প্রচুর পরিমাণে থেকেই থাকে, তাহলে আমরা এখনও কেন তাদের কোনও স্পষ্ট প্রামাণ্য খুঁজে পাইনি? 'ওয়াও! সিগন্যাল' যেন সেই নীরব অজানা মহাবিশ্ব থেকে হঠাৎ ভেসে আসা একটিমাত্র ক্ষণিকের চরম ফিসফিসানি সংকেত মাত্র। হয়তো এটি নিছকই একটি প্রাকৃতিক ঘটনার শব্দ-ব্রহ্মাণ্ড হতে পারে। আবার হয়তো এটি ছিল এমন কিছুর অভাবনীয় সভ্যতা প্রেরিত আধুনিক ইঙ্গিত, যার প্রকৃত অর্থ আমাদের বর্তমান মনুষ্য সভ্যতা এখনও বুঝেই উঠতে পারেনি।

সম্প্রতি প্রায় পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। 'বিগ ইয়ার' টেলিস্কোপটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। কিন্তু সেই ৭২ সেকেন্ডের 'ওয়াও! সিগন্যাল' সংকেত এখনও বিজ্ঞানীদের অন্তরে অন্তরে কৌতূহল জাগিয়ে রেখে চলেছে সমান অনুসন্ধিৎসায়। হয়তো কোনদিন আমরা এর আসল সত্য ব্যাখ্যা খুঁজে পেতেই পারি। আবার হয়তো কখনই এর অর্থগত নাগাল নাও পেতে পারি। তবু সেই লাল কালিতে লেখা ছোট্ট শব্দটি 'ওয়াও!' মহাবিশ্বজুড়ে অজানাকে খুঁজে ফেরার ইতিহাসে এক চিরন্তন বিস্ময়ের প্রতীক হয়ে থাকবে এই পৃথিবীর বাসিন্দাদের কাছে। 'বিগ ইয়ার'এর শ্রবণ জালে চিরবন্দি 'ওয়াও! সিগন্যাল' রহস্যময়তার উৎসুক ছত্রে ছত্রের আগামী অপেক্ষায়। তবু একটা তো প্রশ্ন এসেই যায় এই 'ওয়াও! সিগন্যাল'কে সামনে রেখে, আচ্ছা আমরা কি এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রতিনিধি? নাকি অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী গোত্রের?

চর্চাবাসর ১৬০

বাংলা শব্দ 'জনগণনা', যার অর্থ 'জনগণনা', এর উৎস সংস্কৃত। জন (Jana) সংস্কৃত ' জন' (jana) থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ 'জনগণ', 'ব্যক্তি' বা 'প্রাণী'। গণনা (গণনা) সংস্কৃত গণনা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'গণনা', 'হিসেব' বা 'গণনা'। সুতরাং, এর আক্ষরিক মূল অর্থ হলো 'লোক গণনা করা'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে ফের ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কান্দি: ইডি'র হেপাজতে থাকা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে ফের ইডি'র অভিযান। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ ইডির একটি দল শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির ভিটেতে এসে হাজির হয়। বিশাল সংখ্যক কেন্দ্র বাহিনী ঘিরে ফেলে বাড়িটি। পাঁচ সদস্যের ইডির প্রতিনিধি দল ভিতরে ঢুকে তল্লাশি অভিযান ও তদন্ত শুরু করে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের মোট জমির পরিমাণ পাশাপাশি আর কোথায় কোথায় তাঁর নামে সম্পত্তি রয়েছে সেই হদিশ পেতেই মঙ্গলবার হাজির হয় ইডি'র আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে সাহায্যের জন্য শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বোন গৌরি সিনহা বিশ্বাসকে ডাকা হতে পারে। কারণ প্রাসাদোপম বাড়িতে গৌরি সিনহা বিশ্বাস থাকতেন। বর্তমানে গৌরি সিনহা বিশ্বাস কান্দির তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। মমতা ঘনিষ্ঠ কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে কয়েকদিন আগেই তোলাবাজি আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। একই ঘটনায় জড়িত সোনা পাপ্পু-সহ আরও একজন ইডি হেপাজতে রয়েছে। কেন্দ্র ইজেন্সির দাবি, একটি নেকসাসের মাধ্যমে এই চক্র তোলাবাজি। হুমকি দিয়ে কম দামে সম্পত্তি কেনাবেচা এবং প্রমোটারির কাজ করত। কালীঘাট থানার দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনজরে চলে আসেন। পরে তাকে কলকাতা পুলিশের ডিসি পদে বসায় রাজ্য সরকার। মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশের বদলি করানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের আদি বাড়ি কান্দি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বাস পাড়ায়। প্রায় ১৫ বিঘা জায়গার উপর প্রাসাদোপম বাড়ি-সহ রয়েছে পুকুর, বাগান। তৈরি করা হয়েছে একটি বিশাল মন্দির। উল্লেখ্য, গত ২২ মে এই বাড়িতেই ইডি প্রথম হানা দেয়। সেদিন কামদি-সহ রাজ্যের সাত জায়গায় একসঙ্গে একই কেসের অদন্তে অভিযান চালায় এই কেন্দ্র এজেন্সি। কান্দি থানায় গিয়ে এবং স্থানীয় এক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সাক্ষ্য রেখে ইডি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ির মূল ফটক ভেঙে ভিতরে ঢোকে। বাড়ির প্রতিটি ঘরের দরজা ভেঙে তদন্ত করা হয়। কান্দির ভূমি সংস্কার আধিকারিককে ডেকে জমির নথিপত্র যাচাই করে ইডি। পুরো বাড়িটি ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রয়েছে তা ইডির নজর এড়ায়নি। পুকুরের চারপাশ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মোড়া। হাইস্পিড ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলকাতায় বসেই বাড়িটির উপর নজর রাখতেন ওই পুলিশ কর্তা। পুকুরটির উপর বিশেষ নজর রয়েছে ইডির। প্রায় শতবর্ষ পুরাতন বাড়িটিতে গত চার বছর ধরে সংস্কারের কাজ চলছে। গ্রানাইড পাথর দিয়ে মোড়া বাড়িটি সংস্কারে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচা করা হয়েছে বলে ইডির দাবি। এই টাকার উৎস কী? পাশাপাশি বাড়ি এবং পুকুরে সোনার হদিশ মিলতে পারে বলেই ইডি স্থানারে ধরা পড়েছে। গত ২২ মে একদফা তদন্তের পর ফের ইডির অভিযানে ঘটনার নয়া মোড় নিতে চলেছে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। তবে কি এবার ইডি সঠিক কোনও তথ্য সংগ্রহে দ্বিতীয়বার হানা দিল? পুকুরের জলে কি সোনা লুকানো রয়েছে? যারজন্যই কি পুকুরে পাড়ে সিসিটিভি একাধিক নজর রয়েছে? উঠে আসছে এমন প্রচুর প্রশ্ন। সব প্রশ্নের উত্তর সময়ের গর্ভে রয়েছে।

ঝাড়গ্রামে কালবৈশাখীতে ভাঙল ৪০টি কাঁচা বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গরমের দাপটের মাঝেই আচমকা কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল জঙ্গলমহলের একাধিক এলাকা। কয়েক মিনিটের প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ। কোথাও উপড়ে পড়েছে বিশাল গাছ, কোথাও আবার ভেঙে গিয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি ও কাঁচা বাড়ি। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের নোটা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটা, আশকোলা এবং চোরচিতা গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরচিতা, ভামাল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আচমকাই শুরু হয় প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যেই কালবৈশাখীর দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ের জেরে প্রায় ৪০টি কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে এবং বড় বড় গাছ রাস্তার উপর উপড়ে পড়ে থাকায় একাধিক গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিষেবাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন একটি বাড়ির উপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়ির দেওয়ালের একটি অংশ ভেঙে এক শিশুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর পেয়ে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির নয়াগ্রাম পাঁচ মণ্ডলের সভাপতি তাপস সুঁই-সহ দলের কর্মী ও সমর্থকরা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি দুর্গত মানুষদের জন্য খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাও করা হয়। সোমবার রাত থেকেই এবং মঙ্গলবার সকাল থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকা বড় বড় গাছ কেটে সরানোর কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিজেপি নেতা তাপস সুঁই জানান, বিষয়টি এলাকার বিধায়ক অমিয় কিস্কু ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' ভাবনাকে সামনে রেখেই দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে।' এলাকায় এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি বিদ্যুৎ পরিষেবা। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় পানীয় জল-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এখনও বহু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চিত্র সামনে আসেনি।

কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার অন্তর্গত কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে। সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গেটের সামনে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম মৃণাল বিশ্বাস। তার বাড়ি কৃষ্ণদেবপুরের রায়পাড়া এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্ত্রীর সঙ্গে মৃণাল বিশ্বাসের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। পরিবারের দাবি, স্ত্রী আলাদা থাকতেন এবং অন্য একটি সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। মৃতের মা সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বলেন, 'আমার ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। বৌমা এবং তার প্রেমিক মিলে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।' অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা মৃতের স্ত্রী লিপিকা বিশ্বাস। তিনি জানান, 'গত এক বছর ধরে আমার স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনও করেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত অফিসের গেটের সামনে কীভাবে দেহ এল, তারও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ। এটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গ্রেপ্তার বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

উদ্ধার ৮৮ লক্ষ টাকা ও সরকারি ত্রিপল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: অবশেষে বাদুড়িয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও বাদুড়িয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন তথা মাছ কাকু ঘনিষ্ঠ চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার। তার গোপন ডেড়ার সরকারি ত্রিপলের ভাজের থেকে উদ্ধার ৮৮ লক্ষ টাকা এবং বান্ডিল বান্ডিল ত্রাণের সরকারি ত্রিপল। সোমবার রাতে বসিরহাটের একটি লজ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। পুলিশ জেরা করে জানতে চাইছে তছরুপ হওয়া বিপুল টাকা কার কার মধ্যে বিলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বাদুড়িয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করার দিন একটি মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই টাকা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় গিয়েছে। সবটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুরো একদিন পালিয়ে থাকার পর রাতে বাড়ি থেকে বসিরহাটের সেই লজে খাব পৌঁছে দিচ্ছিল বাড়িরই এক সদস্য। পুলিশ তাঁকে ফলো করে পৌঁছে যায় সেই লজে। সেই গোপন আস্তানা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

রবিবার রাতে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর পার্টি অফিস থেকে এবং একটি বাগান বাড়ি থেকে ৪ হাজার সরকারি ত্রিপল পুলিশ উদ্ধার করেছিল। এরপর তার বিরুদ্ধে দুটি পৃথক অভিযোগ দায়ের হয় বাদুড়িয়া থানায়। সোমবার রাতে আবারও দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গোপন একটি ডেরা থেকে উদ্ধার করে ৮৮ লক্ষ টাকা ও বান্ডিল বান্ডিল সরকারি ত্রিপল। দীপঙ্করকে গ্রেপ্তারির পরে তাকে নিয়ে বিভিন্ন গোপন ডেরায় পুলিশ তল্লাশি চালায়। সেখানে ত্রাণের জন্য সরকারি ত্রিপলের বান্ডিলের সামান্য অংশ কেটে তার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল ওই টাকা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ত্রিপলের বান্ডিল। অথচ তার মধ্যেই বান্ডিল বান্ডিল গচ্ছিত ছিল ওই টাকা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ছাড়াও আরও একটি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, সাংসদ, এক প্রাক্তন মন্ত্রী পুলিশের আতস কাঁচের নিচে আছেন বলেই সূত্রের খবর। ৬ দিনের পুলিশ হেপাজত হয়েছে।

রাজ্যের জুট ইন্ডাস্ট্রিকে চাঙ্গা করতে তৎপর বিধায়ক অর্জুন সিং

শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাম আমল থেকেই ক্রমশ একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল জামানাতেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। রাজ্যে পালা বদল হতেই তৎপর হয়েছেন নোয়াপাড়ার বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং। আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার নদিয়ার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই জানালেন বিধায়ক অর্জুন সিং। তিনি এও জানান, 'রাজ্যে একসময় জুট ইন্ডাস্ট্রির ওপর অনেকের রুজিরুটি চলত। আজ রাজ্যের প্রত্যেকটি জুট ইন্ডাস্ট্রি প্রায় ধ্বংসের মুখে। আর এর জন্য দায়ী একদিকে যেমন সিপিএম অন্যদিকে তৃণমূল। এই শিল্পকে চাঙ্গা করতে যা যা করার সেটা আমাদের নতুন সরকার করবে। রাজ্যের জুট ইন্ডাস্ট্রিকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনাই নতুন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তার অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাথে বৈঠক করব।' সেই বৈঠকে হয়তো সমাধান সূত্র কিছু একটা মিলতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বিজেপি বিধায়ক। এদিন অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয় অর্জুন সিং জানান, 'অনুপ্রবেশকারীদের ভারতবর্ষের মাটিতে কোনও জায়গা নেই।' রাজ্যে হোল্ডিং সেন্টার নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী আছে তাদের চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় আট মাস আগে রাজ্য সরকারকে জানিয়েছিল কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার এই বিষয়ে কোনও রকম পদক্ষেপ নেয়নি। রাজ্যে পালাবদল হতেই নতুন সরকার কোন অনুপ্রবেশকারীকে ভারতে রাখবে না। এমনটাই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।'

মাখলায় রক্তদান ও চক্ষুদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায় আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বেচ্ছায় চক্ষুদান ও মরণোত্তর দেহ দান শিবির। এই শিবিরে মোট ৮৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়া এই শিবিরে চক্ষুদান ও মরণোত্তর দেহ দান অঙ্গীকার করেন আট জন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, কাউন্সিলর মানসী সিংহ। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ সংঘের সম্পাদক সীমন্ত দাস বলেন, 'এই সময় মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের সংকট হয় সেই জন্য আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি।'

নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই যুবক। অন্ডাল থানা এলাকার একটি নির্জন স্থানে দুই যুবকের দ্বারা ১৪ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে ধর্ষণের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে। সোমবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা ক্ষোভ ফুঁসে ওঠেন। ঘটনাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগর ভিত্তিতে অন্ডাল থানার ওসি ও পুলিশ বাহিনী তৎপর হয়ে সোমবার সন্ধ্যায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তরা হল সুরজ বাউড়ি এবং বিশাল ডোম। দুজনেই অন্ডাল থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমকি দিয়ে নির্যাতিতাকে নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় দুই যুবক। নাবালিকার মা থানায় ওই দুই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাটি রবিবার সন্ধ্যায় ঘটে। তার নাবালিকা মেয়ে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দুই অভিযুক্ত এসে তাকে হুমকি দিয়ে জোর করে বড় বাঁধ পুকুরের কাছে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তারা দুজন সমস্ত শিষ্টাচার ভঙ্গ করে তাকে ধর্ষণ করে এবং ভুক্তভোগীকে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। লোকমুখে লজ্জা এবং অভিযুক্তদের ভয়ে ভুক্তভোগী বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বলেনি। সোমবার সকালে সাহস ফিরে পাওয়ার পর সে তার বৌদিকে পুরো ঘটনাটি খুলে বলে। এরপর পরিবারের সদস্যরা সরাসরি অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়িতে পৌঁছে ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন করেন। নির্যাতিতার মা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা এবং তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

হাকিমপুর চেকপোস্টে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ শতাধিক বাংলাদেশির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তন হতেই একাধিক নির্দেশিকা জারি হয়েছে। আর তাতেই ভীত সন্ত্রস্ত বহু মানুষ। ডিটেক্টেড হোল্ডিং সেন্টারের ভয়ে বহু মানুষ ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশে। মঙ্গলবার শতাধিক বাংলাদেশি হাকিমপুর চেকপোস্টে বাড়ি ফেরার জন্য ভিড় জমিয়েছে সীমান্তে। তাদের চোখ মুখে ভয়ের ছাপ। কাজের সন্ধানে অবৈধ পথে ভারতে ঢুকেছিল, সরকার পরিবর্তন হতেই তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ ফিরে যেতে চাইছে। রাজ্যে ডিটেক্টেড হোল্ডিং সেন্টার নির্দেশিকা জারি হতেই বাংলাদেশিরা ঘরে ফেরার জন্য সীমান্তে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুরের চেকপোস্টে আবারও এমন ছবি দেখা গেল। শতাধিক মহিলা, পুরুষ বাংলাদেশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধভাবে বসবাস করত। তারা দেশে ফেরার জন্য হাকিমপুর চেকপোস্টে ভিড় জমিয়েছে। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'অবৈধভাবে বাংলাদেশি বসবাসকারীদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে তারপর বিএসএফ তাদেরকে দেশে ফেরাবে।' সেই নির্দেশ শুনেই সীমান্তে ভিড় জমিয়েছে শতাধিক বাংলাদেশি। এসআইআর চালু হওয়ার পর এমনই হিড়িক পরেছিল বাংলাদেশে ফেরার। বহু মানুষ সে সময়ও একইভাবে সীমান্তে ভিড় জমিয়েছিল। এবার হোল্ডিং সেন্টারের কথা শুনেও সীমান্তে ভিড় জমাতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের।

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

শ্রী জ্ঞানোদয়া ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লি. রেজিস্টার্ড অফিস ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত

... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে'' স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ** সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টরের ঠিকানায়, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

রেজিস্টার্ড অফিস : ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

আবেদনকারীর পক্ষে
শ্রী জ্ঞানোদয়া ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লি.
(পূর্বতন শ্রী জ্ঞানোদয়া ইনভেস্টমেন্টস লি. নামে পরিচিত)
স্বা/-
ইন্দিরা লোহিয়া
পুরা সময়ের ডিরেক্টর
ডিন : ০০৮৯৭৫০১
তারিখ : ২৭.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

LEGAL NOTICE
IN THE COURT OF THE
THE COMMERCIAL COURT AT ASANSOL
Money (Commercial) Suit No. 09 of 2025
Plaintiff : Ultimate Estates Private Limited
-Versus-
Defendants : 1. Sri Rupendra Lal Ganguli
2. Sri Debasish Ganguli
Both of them are the resident of 180 K.M. G.T. Road (N.H.2), P.O. Durgapur, P.S. New Township, PIN - 713212.

Whereas, Ultimate Estates Private Limited has instituted the aforesaid suit against Sri Rupendra Lal Ganguli and Sri Debasish Ganguli.

You, Sri Debasish Ganguli are hereby directed to appear before the court for selves or through a lawyer and to file written statement against plaintiffs claim within 30 (thirty day) from the date of publication and to answer all material question in this suit. It is to be mentioned in this regard that written statement by the defendant no. 1, Sri Rupendra Lal Ganguli has been filed by the defendant against the claim of the plaintiff.

In case of your being absent on the date fixed the suit will be decided ex-parte against you.

Given under my hand and the seal of this Court on 20th day of May, 2026

By Order
Bench Cleark
Commercial Court
At Asansol

এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১০৩,
ইমেল : sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **১১.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী রূপা বিবি স্বামী মুজাফফর মল্লিক** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,৫৭,২৮১.৩১ টাকা (পনের লাখ সাতান্ন হাজার দুশো একাশি টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) এবং ০২.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)** নিকট বকেয়া **১৫,৫৭,২৮১.৩১ টাকা (পনের লাখ সাতান্ন হাজার দুশো একাশি টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) এবং ০২.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী** সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি রূপা বিবি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৬.৫০ ডেসিমেল** তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-চাঁদপুর, জেএল নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৭৯০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫০৬,কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩।
চৌহদ্দি : উত্তরে : কাশীনাথ ঘোষ এবং অন্যান্যর জমি। **দক্ষিণে :** গ্রামীণ সড়ক। **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** সাহাদাদ শেখ এর ভবন।

তারিখ : ২৬.০৫.২০২৬
স্থান : বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএএসএমইসিসি আসানসোল (১০২৬৭)
(আসানসোল শাখা প্রেমিসেস)
২য় তল, বিজয় পাল সরণি, আসানসোল - ৭১৩৩০৪
ইমেল : SBI.10267@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৩৯৫০৫৯৭০১৩৭ (এইচবিএল) এবং ৩৯৫৩৮০১৮২০৪ (সুরক্ষা)

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০২.০৩.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা(গণ) **শ্রী পিন্টু কুমার শাউ এবং শ্রীমতী রেখা দেবী শাউ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪০,৬৪,৮৪৪.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ চৌষট্টি হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) এবং ০২.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **৪০,৬৪,৮৪৪.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ চৌষট্টি হাজার আটশ চুয়াল্লিশ টাকা) এবং ০২.০৩.২০২৬ থেকে পরবর্তী** সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির মালিক : শ্রী পিন্টু কুমার শাউ এবং শ্রীমতি রেখা দেবী শাউ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪এ, অবস্থিত ৫মতলে, উক্ত **শ্যাম প্লাজা**, ব্লক এ, কমপ্লেক্স পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৪১৫** বর্গফুট টাইলস এর মেঝে, ঢাকা এরিয়া **৯৯১** বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং এরিয়া পরিমাপ **১৩৫** বর্গফুট উক্ত কমপ্লেক্সে বেসমেন্টে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৬৯, জি টি রোড, ভগৎ সিং মোড় এর নিকট, ওয়ার্ড নং ৫৪(০১), পো আসানসোল, থানা : আসানসোল, পিন : ৭১৩৩০৪, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস আসানসোল, মৌজা-আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন, আরএস প্লট নং ৩২২, ৩২৩ এবং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪, এবং ৪৪৫। **দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২০৫-২০২০, পৃষ্ঠা ৮২৭৬০ থেকে ৮২৭৮৬, দলিল নং ০২০৫০৩৬৫৪-২০২০ সালের।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট এবং লিফট। **পূর্বে :** খোলা জায়গা। **পশ্চিমে :** অংশত প্রবেশ পথ, লবি, সিঁড়ি, অংশত খোলা জায়গা।

তারিখ : ২৫.০৫.২০২৬
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **স্বত্ব দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ঢাকুরিয়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **১৬.০৬.২০২৬ তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **১,০০,২৮,৯৪৭.০০ টাকা** (এক কোটি আঠাশ হাজার নশো সাতচল্লিশ টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ঢাকুরিয়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) মেসার্স কৃষ্ণা কনস্ট্রাকশন (স্বত্বাধিকারী : প্রয়াত হিরন্ময় ঘোষ)** ১১কিউ, ঝিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৩১ কাছ থেকে আদায় করা হবে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) মেসার্স কৃষ্ণা কনস্ট্রাকশন (স্বত্বাধিকারী প্রয়াত হিরন্ময় ঘোষ)** ১১কিউ, ঝিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৩১ **শ্রীমতী পিয়ালি ঘোষ** পিতা প্রয়াত হিরন্ময় ঘোষ **প্রয়াত শ্রীমতী পাপিয়া ঘোষ** উভয়ের ঠিকানা : ১১কিউ, ঝিল রোড, কলকাতা - ৭০০০৩১ **খ) ঢাকুরিয়া শাখা**	**বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ :** **সম্পত্তি ১ :** এক কার পার্কিং স্পেস একতলায়, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ব্লক বি, অংশত তিন এবং অংশ জি-৩ তলা ভবনে, পরিমাপ আনুমানিক ১৩০ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৪/২/২৭, ঝিল রোড, থানা : পূর্বতন কসবা, বর্তমানে গরফা, কলকাতা -৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ৯০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী হিরন্ময় ঘোষ এবং পাপিয়া ঘোষের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া রোড; **পূর্বে :** ভবন; **পশ্চিমে :** সড়ক। **সম্পত্তি ২ :** বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, কিচেন, ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক বাথরুম, এবং স্টোর রুম, বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১১/৭২, ঝিল রোড, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩১। ওয়ার্ড নং ৯২, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী হিরন্ময় ঘোষের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১১/৯ ঝিল রোড; **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** ১১/৯ ঝিল রোড; **পশ্চিমে :** ১১/৬/১ ঝিল রোড।	**১,০০,২৮,৯৪৭.০০ টাকা** (এক কোটি আঠাশ হাজার নশো সাতচল্লিশ টাকা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) সম্পত্তি ১ - ৩,২১,০০০.০০ টাকা (*)** (তিন লাখ একুশ হাজার টাকা) **সম্পত্তি ২ - ২২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লাখ টাকা) **খ) সম্পত্তি ১ - ৩২,১০০.০০ টাকা** (বত্রিশ হাজার একশ টাকা) **সম্পত্তি ২ - ২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখে এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) সম্পত্তি ১ - IDIB050379142147D** **সম্পত্তি ২ - IDIB050379142147C** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত** **(উভয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে)**

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০৬.২০২৬ থেকে ১৫.০৬.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **PSB Alliance Pvt. Ltd** এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং **৮২৯১২ ২০২২০** এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৬.০৫.২০২৬
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার আরও ১৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়ি-কাণ্ডে আবারও অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করল এনআইএ। সোমবার গভীর রাতে কালিয়াচক ২ ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় এনআইএ কর্তারা। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, যেহেতু আর দুই দিন পর ইদ উৎসব পালিত হবে রাজ্যজুড়ে। তার আগেই মোথাবাড়ি-কাণ্ডের এখনও পর্যন্ত পালিয়ে থাকা অনেক অভিযুক্তেরা গোপনে বাড়ি ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এনআইএ এদিন এভাবেই অভিযান চালিয়ে মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। এর আগেই কালিয়াচকের এক তৃণমূল নেতা সারিউল শেখ, উত্তর দিনাজপুর এলাকার মিম নেতা মোফাকেরুল ইসলাম-সহ মোট ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এনআইএ। এবারে ১৪ জনকে গ্রেপ্তারের মোট ধৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৬৬ জন। মোথাবাড়ি-কাণ্ডে এনআইএ'র এই অভিযান লাগাতার চলবে বলেও পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এনআইএ কর্তারা নতুন করে ধরপাকড় অভিযান শুরু করার ফলে এখনও থমথমে রয়েছে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস-সহ আশেপাশের এলাকা। তবে এই ধরপাকড় অভিযান সম্পর্কে জেলার পুলিশ সুপার ও অন্যান্য পদস্থ কর্তারা কোনও মন্তব্য করেন নি।

উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল এসআইআর ইস্যুতে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে তিন মহিলা-সহ মোট সাতজন বিচারককে আটক করে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে একদল বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। ওইদিন ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস সংলগ্ন অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়ে অফিসের বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ। এমনকি বিচারকদের ওই সময় এসআইআর-এর কাজে বাধা দিয়ে বিক্ষোভকারীরা চরম হেনস্থা করে। পরে বিচারকদের এই সমস্যার কথা জানতে পেরে বেজায় চটে যান দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। তাঁর নির্দেশেই তড়িঘড়ি সেখানে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিচারকেরা গাড়ি করে ব্লক অফিস থেকে যাওয়ার সময় তাঁদের ওপর ইঁট, পাথর ছুঁড়ে গাড়ি ভাঙচুর করে একদল উন্মুক্ত জনতা। আর এইসব ঘটনার পিছনেই বহিরাগত শক্তি ও তৃণমূলের একাংশের যোগাসাজোগের অভিযোগ উঠতে থাকে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যারা অন্যায় করেছে তাদের কঠোর শাস্তি হবে। আর এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের যে একটা বড় অংশ জড়িত ছিল, তা এর আগেই প্রমাণ হয়েছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'বিজেপি অযথা ভিত্তিহীন অভিযোগ করে আসছে। তবে নতুন করে কারা গ্রেপ্তার হয়েছে সেই সম্পর্কে কিছু জানা নেই।'

'ভয়ে পঞ্চায়েতে আসতে পারিনি'

মিষ্টি বিলিয়ে প্রবেশ কামারপুকুর জিপির পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক উত্তাপের আবহে সামনে এলো এক ব্যতিক্রমী ছবি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথমবার কামারপুকুর পঞ্চায়েতের এক মহিলা সদস্য ওই পঞ্চায়েতের কর্মী ও সাধারণ মানুষজনকে মিষ্টিমুখ করিয়ে পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করলেন।

কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যার নাম সোমাশ্রী বাগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের পুকুরিয়া এলাকা থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন সোমাশ্রী বাগ। তবে অভিযোগ, নির্বাচনে জেতার পর দীর্ঘদিন তিনি পঞ্চায়েত ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি। মঙ্গলবার অবশেষে সমর্থক ও স্থানীয় মানুষজনকে নিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে পঞ্চায়েতে প্রবেশ করেন তিনি। এদিন সোমাশ্রী বাগ অভিযোগ করে বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভ করার পর থেকেই আমাকে কামারপুকুর পঞ্চায়েতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদ্বীপ দের এতটাই প্রতাপ ছিল যে আমি ভয়ে থাকতাম। তৃণমূল প্রধান ও তার বাহিনী এলাকায় অত্যাচার চালাত। যদি আমার উপরও অত্যাচার হয়, সেই আশঙ্কায় এতদিন পঞ্চায়েতে আসিনি। আজ সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে পঞ্চায়েতে ঢুকলাম। খুব ভালো লাগছে।' তিনি আরও দাবি করেন, বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধি হওয়ায় তাঁকে নানা ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং এলাকায় উন্নয়নের কাজ নিয়েও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের দাবি, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব পেতেই ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন বিজেপি সদস্যা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কামারপুকুর এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন পরে বিরোধী দলের কোনও জনপ্রতিনিধির এভাবে প্রকাশ্যে পঞ্চায়েতে প্রবেশ রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরেই এখন বিরোধী সদস্যরাও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন। এদিকে গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কৌতূহল ছড়িয়েছে। পঞ্চায়েত ভবনের সামনে এদিন বিজেপি সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। মিষ্টি বিতরণ থেকে শুরু করে স্লোগান, সব মিলিয়ে রাজনৈতিক আবহে সরগরম হয়ে ওঠে কামারপুকুর।

জেলার উন্নয়নে জোর

বালুরঘাটে উচ্চপর্যায় প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা ভারত সরকারের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাশাসকের দপ্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি. এবং জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।

জেলাশাসকের কক্ষে আয়োজিত এই প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেই বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও রকম খামতি যাতে না থাকে, সে বিষয়েও আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার নিজের সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দ্বৈত ইঞ্জিন সরকার হওয়ার পর এই প্রথম প্রশাসনের সঙ্গে আমার প্রশাসনিক বৈঠক হলো।' এর পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, 'জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্র ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সঠিক সমন্বয় রেখে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি এবং সেই লক্ষ্যেই এদিনের বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জেলার স্তিমিত বা থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে আরও গতিশীল করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠক অব্যাহত থাকবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপিত সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মদিন পালন করা হলো সিউড়িতে। স্বেচ্ছাসেবী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'প্রেরণা' সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে ও মা আনন্দময়ী কালচারাল সেন্টারের যৌথ আয়োজনে সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায় এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সিউড়ি শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নাচ, গান, কবিতায় শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে স্মরণ করতে পেরে খুশি সকলেই। প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের পক্ষে অসীমা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সাংস্কৃতিক কর্মী রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আমরা পালন করেছিলাম নজরুলের জন্মদিনও পালন করলাম সকলে মিলে, নবীন এবং প্রবীণ শিল্পীরা শ্রদ্ধা জানালেন বাংলার ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে।'

বনগাঁ সীমান্তে চলছে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মন্ত্রী অশোক কির্তনীয়া সীমান্ত পরিদর্শনের পরে বনগাঁ কালিয়ানী সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ সীমান্তের ছয়ঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালিয়ানী সীমান্ত গত ১৭ মে রবিবার পরিদর্শন করেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত যাতে জমি অধিগ্রহণের হয় সেই বিষয়ে তদারকি করেন। মন্ত্রী পরিদর্শনের এক সপ্তাহের মধ্যেই কালিয়ানী সীমান্ত এলাকায় জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে জোর কদমে। মন্ত্রী অশোক কির্তনীয়া জানিয়েছেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৪৫ দিনের মধ্যে কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। আমি পরিদর্শন করবার পরেই জানতে পেরেছি জমির অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে জোর কদমে।'

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড

(রেজি. অফিস : ৩য় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিস :- জি-০৫, প্রথম তল, প্লট নং এসইউ এলএসসি বি-ব্লক আরজি সিটি সেন্টার,
লরেন্স রোড, দিল্লি - ১১০০৩৫)
CIN : L17125WB1983PLC036209
ই-মেল : info@hindusthancreditcapital.com, ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com)

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণাদি	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত আর্থিক বর্ষ	
		৩১ মার্চ, ২০২৬	৩১ মার্চ, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৬	৩১ মার্চ, ২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে		-	-	১৭.৯৭	১৮.০০
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পূর্ব)	১৩.৭৩	(৫.৪০)	১০.০৫	(৫.৬৯)	(৮.৫৮)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	১৩.৭৩	(৫.৪০)	১০.০৫	(৫.৬৯)	(৮.৫৮)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	১৩.৭৩	(৫.৪০)	১০.০৫	(৫.৬৯)	(৮.৫৮)
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংশ্লিষ্ট আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	১৩.৭৩	(৫.৪০)	১০.০৫	(৫.৬৯)	(৮.৫৮)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৮৩.৮২	১০.০৫	৩৮৩.৮২	১০.০৫	৩৮৩.৮২
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট প্রদর্শিত অনুযায়ী					
৮.	শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ে)	-	-	-	-	৪৩০.২৯
	ক) মূল :	০.৩৬	(০.১৪)	০.২৬	(০.১৫)	(০.২২)
	খ) মিশ্র :	০.৩৬	(০.১৪)	০.২৬	(০.১৫)	(০.২২)

দ্রষ্টব্য: ১) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলির) ওয়েবসাইট **www.cse-india.com**, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.hindusthancreditcapital.com** থেকে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

তারিখ : ২৫ মে, ২০২৬
স্থান : গ্রেটার নয়ডা

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
হিমাংশু গর্গ
হোল টাইম ডিরেক্টর
ডিন - ০৮০৫৫৬১৬

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৬ উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৪	৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৪	৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,২১০.২৩	১,৭৫৭.২৮	৯৯৭.১৮	৬,৮৩০.৩২	৫,০৫৭.১০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৯১৫.৪৯)	৩৬৮.৫৮	(২৮৯.৪০)	(২৭৬.২৩)	৪৯.৫৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৯১৬.৪২)	৩৬৩.৫৫	(২৮৯.৪০)	(২৮২.১৮)	৪৯.৫৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৯৮১.২৩)	৪১.০১	(৩৩৬.৬৭)	(৬৬৭.০৫)	২৪.১১
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৩,০৭১.৫৬	৬১.১২	১,০৬৭.৬৬	২৩,৭৮৬.০৭	২,১০৬.২৬
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)				৪৪,৬৪২.৮৩	২০,৮৮৭.৭২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি)					
	- মৌলিক	(৩১.৬৯)	১.৩২	(১০.৮৭)	(২১.৫৫)	০.৭৮
	- মিশ্রিত	(৩১.৬৯)	১.৩২	(১০.৮৭)	(২১.৫৫)	০.৭৮

দ্রষ্টব্য :-
১. ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ একটি নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করেছেন । বিবরণীটি ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
২. এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলসমূহ কোম্পানির আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩ এবং সংশোধিত কোম্পানির (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫-এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড -এর স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতিসমূহ অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে ।
৩. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা ''সেগমেন্ট রিপোর্টিং'' নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৪. ৩১শে মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলো মূলত সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং উক্ত আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পরিসংখ্যানের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক বা অবশিষ্ট পরিসংখ্যান।
৫. ভারত সরকার ২১/১১/২০২৫ থেকে কার্যকর করে কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯; দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড, ২০২০; কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০ এবং দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০ (ক্ষ্মলেবার কোডসক্ষ্ম বা শ্রম কোডসমূহ) প্রজ্ঞাপিত করেছে, যা বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে একীভূত করে । এই শ্রম কোডসমূহ অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মজুরির একটি অভিন্ন সংজ্ঞা এবং ছুটি সংক্রান্ত বর্ধিত সুবিধাদিসহ বেশ কিছু পরিবর্তন প্রবর্তন করেছে । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই সমস্ত নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের সুবিধার্থে খসড়া কেন্দ্রীয় বিধি এবং প্রশ্নোত্তর জারি করেছে । ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোম্পানিটি ৩১/০৩/২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বছরের আর্থিক ফলাফলে 'অপ্রত্যাশিত বিষয়' -এর অধীনে এই আর্থিক প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রকাশ করেছে । নতুন শ্রম কোডের অধীনে মজুরির সংশোধিত সংজ্ঞার কারণে মূলত অতীত সেবা খরচ হিসেবে অতিরিক্ত কর্মচারী সুবিধা বাধ্যবাধকতার প্রতি সংবিধিবদ্ধ প্রভাব বাবদ কোম্পানি ৫.৯৫ লক্ষ টাকা স্বীকৃতি দিয়েছে । কোম্পানি শ্রম কোড বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা অব্যাহত রাখবে এবং পরবর্তী ব্যাখ্যা ও বিধিমালা প্রজ্ঞাপিত হওয়ার সাথে সাথে এই প্রাক্কলনগুলো পর্যালোচনা করবে ।
৬. তামিলনাড়ুর আরলভাইমোঝিতে অবস্থিত উইন্ডমিল ল্যান্ড (বায়ুকলের জমি) এবং কোলহাপুরের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ মুনাফা 'অন্যান্য আয়'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে , যার পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য মোট ১৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা এবং সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য ৫৬.৫১ লক্ষ টাকা ।
৭. কোম্পানির কাছে প্লেসিড লিমিটেডের ৯৩,৫৯০টি সাধারণ শেয়ার ছিল, যা তাদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩%। প্লেসিড লিমিটেড, যা পুনর্গঠন পরিকল্পনার অন্যতম হস্তান্তরকারী কোম্পানি, সেটি মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা-এর ১৬ই মার্চ, ২০২৬ তারিখের আদেশ বলে ১লা এপ্রিল, ২০২৪-এর কার্যকর তারিখ থেকে মহারাজা শ্রী উমাইদ মিলস লিমিটেডের (এমএসইউএমএল) সাথে একীভূত হয়েছে। শেয়ার অদলবদল অনুপাত অনুযায়ী, কোম্পানিটি প্লেসিড লিমিটেডের শেয়ারের বিপরীতে এমএসইউএমএল -এর ৪,৮১,৯৮,৮৫০টি শেয়ার পাওয়ার অধিকারী (শেয়ার বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে) এবং কোম্পানিটি বছর শেষে তার ইনভেস্টমেন্ট শিডিউলের অধীনে এই ফলস্বরূপ প্রাপ্ত এমএসইউএমএল শেয়ারসমূহ প্রদর্শন করেছে । ইন্ড এএস অ্যাকাউন্টিং নীতিমালার প্রয়োজনীয়তার সাথে সংগতি রেখে, কোম্পানি ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে একজন আইবিবিআই নিবন্ধিত মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত এমএসইউএমএল-এর একটি ন্যায্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে । তদনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত এমএসইউএমএল-এ কোম্পানির উক্ত বিনিয়োগটি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণীতে ৩৮, ৭০৩.৬৮ লক্ষ টাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।
৮. কোম্পানিতে মহারাজা শ্রী উমাইদ মিলস লিমিটেডের পরিশোধিত সাধারণ শেয়ার মূলধনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মোট শেয়ারহোল্ডিং আনুমানিক ৫১.৬৬%, এবং ফলস্বরূপ এমএসইউএমএল এই কোম্পানির হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে ।
৯. ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের 'অন্যান্য খরচ'-এর মধ্যে মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের সমন্বয় সংক্রান্ত ২, ১৫৫.৬৯ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
১০. পরিচালনা পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ০.৭৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে (যার প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০ টাকা) ।
১১. বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, যেখানে প্রয়োজন, পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলোকে পুনর্গঠিত/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে ।
১২. উপরোক্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৫.২০২৬

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-৭১২৮/২৯, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৩৪৮.২২	১,৪৩১.০৭	(১৭৮.৭৩)	৬,৩০২.৫৩	৭,৩২০.৮৬	১,০৭৬.৬৭	৩,৫৪৭.০২	১,২০৫.০২	১০,৬৯০.৮২	১১,৮৬৯.৬২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১৭৫.৮৩)	১৮৪.৬১	(১,৫১০.১১)	১,২৫৬.৪১	৪,২৬৫.৮২	(১,৩১৯.৪৩)	৫৫.০৩	(৭১৫.৩৮)	১,০৫৩.৬০	৮,৫১৪.৫৬
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১৭৫.৮৩)	১৮৪.৬১	(১,৫১০.১১)	১,২৫৬.৪১	৪,২৬৫.৮২	(১,৩১৯.৪৩)	৫৫.০৩	(৭১৫.৩৮)	১,০৫৩.৬০	৮,৫১৪.৫৬
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৩২৭.৯৬	(১৯৭.৮১)	(১,২১১.৯১)	১,১২৩.২০	৩,৫৫১.৯৫	(১,০৪৫.৮৬)	(৪৮৯.৩৭)	(৬৮৯.৩৮)	৫৪.৬৮	৬,৬১৫.১২
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত] -এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৪,২৮২.৩২)	৩,৩৯৭.৬৪	(৫,৯৬৩.৬৪)	৬,১৯৭.৬৮	১২,১১৯.২৫	(৬,৩২৪.৭০)	৪,৩৫৫.৫৪	(৭,৯৭৩.১৭)	৮,৪৭১.৯৭	২০,৭০১.২৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)				১,২০,৪৫২.৭৩	১,১৪,৫২৭.৯০				২,২০,২৩৩.৫২	২,১১,৫২৮.৫২
৮	শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০/- টাকা (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)										
	মৌলিক	১.২০	(০.৭৩)	(৪.৪৪)	৪.১২	১৩.০২	(৩.৮৮)	(১.৮১)	(২.৫৫)	০.২০	২৪.৫২
	মিশ্রিত	১.২০	(০.৭৩)	(৪.৪৪)	৪.১২	১৩.০২	(৩.৮৮)	(১.৮১)	(২.৫৫)	০.২০	২৪.৫২

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ২৬ মে, ২০২৬ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ -এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৫ দ্বারা (সংশোধিত মতো) এবং প্রযোজ্য পরিধি পর্যন্ত অন্যান্য স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতি ও নীতিমালার অনুসরণে প্রস্তুত করা হয়েছে ।
৩. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া বা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর শর্তানুযায়ী নিরীক্ষকগণ ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের পূর্বোক্ত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলসমূহের নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং উক্ত প্রতিবেদনটি পরিচালনা পর্ষদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও পর্ষদ কর্তৃক তা নথিভুক্ত হয়েছে ।
৪. ৩১ মার্চ, ২০২৬ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সংখ্যা বা ফিগারসমূহ হলো পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত সংখ্যা এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত বছর-থেকে-তারিখ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের মধ্যকার ভারসাম্যমূলক সংখ্যা, যা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক সীমিত পর্যালোচনার অধীন ছিল; যা নিচে ৭ নম্বর টীকায় উল্লেখিত পুনঃবিবৃতির প্রভাব বিবেচনার পূর্ববর্তী ।
৫. (ক) কনসোলিডেটের ভিত্তিতে, গ্রুপটি দুটি কার্যপরিচালন খণ্ড বা সেগমেন্ট চিহ্নিত করেছে, যথা; (ক) অর্থায়ন ও বিনিয়োগ এবং (খ) বাণিজ্য; এবং এগুলোকে কার্যপরিচালন খণ্ড হিসেবে প্রকাশ করেছে । এই খণ্ডসমূহ ইন্ড এএস ১০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে ।
(খ) সেগমেন্টের রাজস্ব , ফলাফল এবং অন্যান্য তথ্যের মধ্যে একটি যৌক্তিক ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট সেগমেন্টের অধীনে সনাক্তকরণযোগ্য পরিমাণসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । যেসকল উপাদান/তথ্য সমগ্র গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত এবং কোনো নির্দিষ্ট কার্যপরিচালন খণ্ডের সাথে সরাসরি সনাক্ত করা যায় না, সেগুলোকে আলাদাভাবে অবণ্টনযোগ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে ।
৬. রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী জারিকৃত পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnbgroup.com -এ উপলব্ধ রয়েছে।
৭. মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ (''এনসিএলটি''), ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে একত্রীকরণ বা অ্যামালগামেশনের একটি স্কিম মঞ্জুর করেছে, যার অধীনে একটি ডাউন-স্টেপ সাবসিডিয়ারি কোম্পানি 'সুখদয় গ্রিনভিউ প্রাইভেট লিমিটেড' এবং একটি সহযোগী কোম্পানি 'প্লেসিড লিমিটেড', অন্যান্য গ্রুপ কোম্পানির ('হস্তান্তরকারী কোম্পানি') সাথে মহারাজা শ্রী উমাইদ মিলস লিমিটেড ('হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি' বা 'এমএসইউএমএল')-এর সাথে একীভূত হয়েছে ।
উক্ত স্কিম মঞ্জুর করে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২২৩ থেকে ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলীর অধীনে এনসিএলটি -এর আদেশের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল, যা সংশ্লিষ্ট হস্তান্তরকারী কোম্পানিসমূহ এবং এমএসইউএমএল কর্তৃক ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রেজিস্ট্রার অব কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ (''আরওসি'')-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে ।
উক্ত স্কিম কার্যকর হওয়ার ফলশ্রুতিতে, উপরোক্ত ডাউন-স্টেপ সাবসিডিয়ারি এবং সহযোগী কোম্পানিটি স্কিমের নির্ধারিত নিয়োগের তারিখ অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে এমএসইউএমএল -এর সাথে একীভূত হয়েছে এবং সুখদয় গ্রিনভিউ প্রাইভেট লিমিটেড ও প্লেসিড লিমিটেড -এ গ্রুপের বিনিয়োগের পরিবর্তে গ্রুপটিকে হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি এমএসইউএমএল -এর ইক্যুইটি শেয়ার বরাদ্দ করা হবে (শেয়ার বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলমান রয়েছে) ।
তদুপরি, হস্তান্তরকারী কোম্পানিসমূহের মালিকানাধীন হোল্ডিং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এমএসইউএমএল -এর কাছে স্থানান্তরিত হবে, যার ফলে হোল্ডিং কোম্পানিটি এমএসইউএমএল -এর সাবসিডিয়ারিতে পরিণত হবে এবং সুখদয় গ্রিনভিউ প্রাইভেট লিমিটেড ও প্লেসিড লিমিটেড-এ বিনিয়োগের পরিবর্তে গ্রুপকে এমএসইউএমএল -এর ইক্যুইটি শেয়ার বরাদ্দ করার পর, এমএসইউএমএল গ্রুপের একটি সহযোগী কোম্পানিতে পরিণত হবে ।
অতএব, সুখদয় গ্রিনভিউ প্রাইভেট লিমিটেড এবং প্লেসিড লিমিটেড-এর ১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মোট সম্পদ, সুখদয় গ্রিনভিউ প্রাইভেট লিমিটেড-এর আয় ও ব্যয় এবং প্লেসিড লিমিটেড-এর প্রেক্ষিতে গ্রুপের মুনাফা/(ক্ষতি)-র অংশ যা এরপর নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তা ডি-রিকগনাইজড বা স্বীকৃতিমুক্ত করা হয়েছে এবং উপরোক্ত স্কিম কার্যকর হওয়া ও ১ এপ্রিল, ২০২৪-এর নির্ধারিত নিয়োগের তারিখ থেকে এমএসইউএমএল সহযোগী কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার ফলে এমএসইউএমএল -এর প্রেক্ষিতে গ্রুপের মুনাফা/(ক্ষতি)-র অংশ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । তদনুসারে, উপরোক্ত প্রভাব কার্যকর করার জন্য ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের প্রতিবেদনে প্রকাশিত সংখ্যা বা ফিগারসমূহ পুনঃবিবৃত করা হয়েছে ।
৮. পরিচালনা পর্ষদ এই সভায় আর্থিক বছর ২০২৫-২৬-এর জন্য ১০% হারে লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ১/- টাকা লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে, যা বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।
৯. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তে পাওয়া যাবে। নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬ মে, ২০২৬

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

‘পুলিশ দিয়ে বলপূর্বক জিমখানা ক্লাব দখল নয়’

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: পুলিশ দিয়ে বলপূর্বক দিল্লির ঐতিহ্যবাহী জিমখানা ক্লাব দখল করা হবে না। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে একথা জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তবে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, লিজের চুক্তির শর্ত মেনেই যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। নোটিস দেওয়ার পর আইন অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ করা হবে সরকারের তরফে।

দিল্লির ঐতিহ্যবাহী জিমখানা ক্লাবকে উচ্ছেদের নোটিস ধরিয়েছিল কেন্দ্রের মোদী সরকার। ২২ মে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনস্থ ভূমি ও উন্নয়ন দপ্তরের সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়, দেশের রাজধানীর সংবেদনশীল এবং কৌশলগত এলাকার মধ্যে ওই ক্লাবটি রয়েছে। জনগণের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ওই জমির প্রয়োজন রয়েছে। যার জেরে ৫ জুনের মধ্যে ক্লাবের ২৭.৩ একর জায়গা সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। পাল্টা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, কেন্দ্র উচ্ছেদের নোটিস পাঠালেও কোনও কারণ দর্শানো হয়নি।

এই অবস্থায় মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের কাছে আদালতের তরফে জানতে চাওয়া হয়, ৫ জুন কি কেন্দ্রের তরফে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে? জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, ‘বলপূর্বক কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। সেক্ষেত্রে জমি খালি করার জন্য ক্লাবকে নতুন করে নোটিস দেওয়া হতে পারে।

পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফে অন্য কোথাও ক্লাবকে জমি দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হতে পারে। ক্লাবকে জমি খালি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে পুলিশ ব্যবহার করে জোরপূর্বক খালি করানোর কোনও প্রশ্ন নেই।’

এবার দাম বাড়ল সিএনজির

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: পেট্রোল-ডিজেলের পর এবার সিএনজি। গত এক সপ্তাহে লাফিয়ে বেড়েছে সিএনজি গ্যাসের দাম। মঙ্গলবার ফের কেজি প্রতি ২ টাকা করে গ্যাসের দাম বাড়ল। এদিন থেকেই কার্যকর হয়েছে নতুন দাম। গত ১১ দিনে এই নিয়ে চতুর্থবার সিএনজির দাম বেড়েছে। মাত্র এক সপ্তাহে কেজিপ্রতি সিএনজির দাম বেড়েছে ১১টাকা। ফলে অটোভাড়া হুহু করে বাড়বে বলেই আশঙ্কা

আমজনতার। মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রতি কেজি সিএনজির দাম ২ টাকা করে বেড়েছে। রাজধানীতে প্রতি কেজি সিএনজির মূল্য এখন ৮৩.০৯ টাকা। কলকাতায় এদিন সিএনজির মূল্য বাড়েনি। তা সত্ত্বেও কলকাতায় প্রতি কেজি সিএনজির মূল্য ৯৩.৫০ টাকা। উল্লেখ্য, গত রবিবার কেজিপ্রতি সিএনজির দাম ১টাকা করে বেড়েছিল। তার আগে শুক্রবারও এক টাকা করে বাড়ানো হয় সিএনজির দাম। গত ১৫ মে একলাফে তিনটাকা করে প্রতি কেজিতে দাম বেড়েছিল কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাসের। মূলত অটো এবং ছোট গাড়িতে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সিএনজির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে অটো এবং ক্যাবের ভাড়া লাফিয়ে বাড়বে বলেই আশঙ্কা। উল্লেখ্য, সোমবারই একলাফে অনেকখানি বেড়েছিল পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম।

৩ মাস পর ইন্টারনেট চালু হচ্ছে ইরানে

তেহরান, ২৬ মে: আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধের জেরে দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছিল ইরান প্রশাসন। ব্ল্যাকআউটের রেকর্ড গড়ে প্রায় ৩ মাস পর অবশেষে দেশটিতে চালু করা হচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা। ইরানের সরকারি মুখপাত্র ফাতেমে মোহাজেরানি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। যার জেরে ৮৭ দিন পর ইরানে চালু হচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

এদিন সংবাদমাধ্যমকে ইরানের মুখপাত্র ফাতেমে বলেন, ‘ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনার জন্য গঠন করা বিশেষ সাইবারস্পেস টাস্ক ফোর্স সোমবার বৈঠকে বসেছিল। সেখানেই ইন্টারনেট চালু করার সুপারিশ পেশ হয়। এরপর প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আশা রাখি আগামী দিনে আমরা দেশবাসীর মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হব। ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্বেগ নিরসনে সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে।’ প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের নির্দেশে দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করা হচ্ছে। নেটব্লকসের রিপোর্ট অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর আগে জানুয়ারি মাস থেকে ইরানের নানান জায়গায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভের জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল ইন্টারনেট। যুদ্ধ শুরু পর প্রশাসনের তরফে পুরোপুরি ব্ল্যাকআউট ঘোষণা করা হয়। যার জেরে এই দেশের ৯ কোটির বেশি মানুষের জন্য ডিজিটাল অ্যাক্সেস পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে এটি ছিল বিশ্ব রেকর্ড। কারণ এর আগে দীর্ঘ সময় ইন্টারনেট বন্ধের রেকর্ড ছিল সুদানের দখলে। গৃহযুদ্ধের জেরে ৩৬ দিন বন্ধ। এরপর এবারের ৮৭ দিন ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের রেকর্ড এখন ইরানের দখলে।

ময়দান

রাজকীয় জয় বিরাটদের, ৯২ রানের বিশাল জয়ে ফাইনালে বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের প্রথম কোয়ালিফায়ারে ঝড় তুলে ফাইনালে পৌঁছে গেল বেঙ্গালুরু। বহু বছরের অপেক্ষার পর ট্রফির স্বপ্নকে আরও এক ধাপ কাছে নিয়ে এল বিরাট কোহলিদের দল। মঙ্গলবার গুজরাটের বিরুদ্ধে এমন এক দাপুটে পারফরম্যান্স করল বেঙ্গালুরু, যা আইপিএলের প্লে-অফ ইতিহাসে দীর্ঘদিন মনে রাখা হবে। আর এই জয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন অধিনায়ক রজত পাতিদার। তাঁর ব্যাট থেকেই এল অবিশ্বাস্য এক ইনিংস, যা কার্যত ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেয়। টস জিতে প্রথমে বেঙ্গালুরুকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল গুজরাট। শুরুতে বিরাট কোহলি এবং ভেঙ্কটেশ আইয়ার সাবধানী ভঙ্গিতে ইনিংস গড়তে থাকেন। বিরাট তেতাল্লিশ রান করে আউট হলেও দলের ভিত মজবুত করে দিয়ে যান। এরপরই শুরু হয় রজত পাতিদারের বিধ্বংসী ব্যাটিং। মাত্র তেত্রিশ বলে তিরানব্বই রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাঁর শক্তির বদলে টাইমিং এবং ব্যাটের স্কিল দিয়েই রশিদ খান, কাগিসো রাবাডাদের মতো বিশ্বমানের বোলারদের বাউন্ডারির বাইরে পাঠান তিনি। পাতিদারের সঙ্গে ক্রুণাল পাণ্ডিয়া এবং দেবদত্ত পারিক্কলও গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করেন। ক্রুণাল করেন তেতাল্লিশ রান এবং পারিক্কল দ্রুত তিরিশ রান তুলে দেন। ফলে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে বেঙ্গালুরু তুলে ফেলে দুইশো তিপ্পান্ন রান। আইপিএলের প্লে-অফে এত বড় রান আগে কখনও ওঠেনি।

দুইশো চুয়ান্ন রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় গুজরাট। ওপেনার শুভমন গিল মাত্র দুই রান করে ফিরে যান। সাই সুদর্শনও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। জস বাটলার কিছুটা লড়াই করলেও রান তোলার গতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। মাত্র একান্ন রানের মধ্যেই গুজরাটের পাঁচ ব্যাটার প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলে ম্যাচ প্রায় সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

শেষদিকে রাহুল তেওয়াটিয়া কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। তিনি আটষট্টি রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচ অনেক দূরে বেরিয়ে গিয়েছে। অন্য প্রান্ত থেকে কেউ তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত গুজরাটের ইনিংস শেষ হয় একশো বাষট্টি রানে।

বেঙ্গালুরু বিরানব্বই রানের বিশাল জয় তুলে নিয়ে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গেল।

কলকাতা লিগে পিয়ারলেসের কোচ হলেন সন্দীপ নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন মরশুমের কলকাতা লিগের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দলগুলি। দলগঠন প্রায় সম্পন্ন করে প্রস্তুতিতেও নেমে পড়েছে ক্যালকাটা কাস্টমস ও এরিয়ানের মতো দলগুলি। এরই মধ্যে কলকাতা লিগে পিয়ারলেসের হয়ে কোচিং করাতে দেখা যাবে প্রাক্তন জাতীয় গোলকিপার সন্দীপ নন্দীকে।

মোহনবাগানের সহ-সভাপতির পদ ছাড়লেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবারই নিজের সিদ্ধান্তের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন কুণাল ঘোষ। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়কের কথায়, তিনি ব্যক্তিগত কারণেই ক্লাবের পদ ছেড়েছেন। তবে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে ময়দানে। বর্তমানে তাঁর দল ক্ষমতায় না থাকার কারণেই কি এরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন কুণাল ঘোষ। সোমবারই তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্তের কাছে চিঠি দিয়ে নিজের ইস্তফার কথা জানিয়েছেন। সেই চিঠিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।

তিনি লিখেছেন, ‘প্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের সহসভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। ব্যক্তিগত কারণ। কেউ আমাকে এবিষয়ে একটি কথাও বলেননি। দু’দফায় এই ঐতিহ্যশালী ক্লাবের সহসভাপতি হতে পারায় আমি ধন্য।’ গত রাজ্য সরকারের অধীনে আইএফএ থেকে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের মতো ফুটবল ক্লাব, হকি এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশাসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের লোকেরা ক্ষমতায় ছিলেন। অনেক তৃণমূলের নেতা, বিধায়কেরাও বিভিন্ন সংস্থায় ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে ছিলেন।

অক্ষত অবস্থায় নামানো সম্ভব নয়, ভেঙে ফেলার পথে মেসির মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: লেকটাউনে তৈরি হওয়া লিওনেল মেসির বিশাল মূর্তিকে ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মূর্তিটি নিরাপদে নামানো এখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, অক্ষত অবস্থায় এত বড় কাঠামো সরানো প্রায় অসম্ভব। বরং সেটি নামানোর চেষ্টা করতে গেলে আশপাশের এলাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণেই এখন মূর্তিটি ভেঙে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

লেকটাউনের ব্যস্ত রাস্তার ধারে তৈরি হয়েছিল এই বিশাল মেসি মূর্তি। ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারের জনপ্রিয়তাকে সামনে রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ভার্চুয়াল মাধ্যমে স্বয়ং মেসি এই মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন। সেই সময় ঘটনাটি ব্যাপক প্রচারও পায়। স্থানীয় মানুষ ও ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও এটি ছিল বড় আকর্ষণের কেন্দ্র। মূর্তিটি তৈরির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। শিল্পী মন্টি পালের নেতৃত্বে দীর্ঘ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NIT No. SFDC/MD/NIT-01(e)/2026-27 & SFDC/MD/NIT-02(e)/2026-27

SFDC Ltd. Invites 2(two) nos. bid for the works " Electrical Connection Charges of Sub-station Building for Fish Feed Plant at Kalyani, Dist.-Nadia, West Bengal" & "Desiltation of earth work in pond no. 16, 16A, 4,4A & 3 at Nalban Fisheries Project, North 24 Parganas", of amounting to Rs. 3,51,70,876.00 & Rs. 43,82,408.00. Last date of (online) bid submission on **17/06/2026 & 10/06/2026 upto 3.00 p.m.** and date of opening technical bid on **19/06/2026 & 12/06/2026 at 3.00 p.m.** respectively.

For details, please visit our website www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in

BANDIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Barrackpore-II Block)
E-TENDER NOTICE

The Prodhan,Bandipur Gram Panchayat invites e-Tender through e-procurement system from the bonafied and resourceful contractors & outsiders for **NIT No.: BGP/270/2026, Dated: 25.05.2026 (Sl no 1 and 2)** For details may be seen in website: **https://wbtenders.gov.in** and contact at the office of the undersigned, Emailid: **bandipur.gp@gmail.com.**
Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর-২এ,
বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২, পশ্চিমবঙ্গ
যোগাযোগ নং : ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬
ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

বর্ধমান জোনের জন্য ঠিকাদার/ভেন্ডারদের তালিকাভুক্তি
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস- অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ঠিকাদার/ভেন্ডার এর ব্যাঙ্কের নিয়মঅধীনে তালিকাভুক্তি সিল করা আবেদন আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ট্যাব ‘টেন্ডার’ অধীনে ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন বা আমাদের জোনাল অফিসের উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ০৪.০৬.২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। পরবর্তী সংশোধনী/পরিবর্তন যদি কিছু থাকে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল দরখাস্ত বা প্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার রাখে।**
জোনাল ম্যানেজার, বিওআই বর্ধমান জোন

আদ্রা ডিভিশনে বিজ্ঞাপন ও পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ● **ক্যাটেগরি ঃ বিজ্ঞাপন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এডিভিটি৮২। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** এডিভিটি-আদ্রা-বিকেএসসি-ওএসডি-১৩৬-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন-স্টেশন-প্রেমিস (ডিজিটাল)]। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ০৮.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৮.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ● **ক্যাটেগরি ঃ পার্কিং। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক১১৪। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** পার্কিং-আদ্রা-কেএসএক্স-টিডব্লু-২০-২২-১ (পার্কিং - টু হুইলার)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অনুসন্ধানের/জিজ্ঞাসার জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-234) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২২.০৫.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৪-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/II/শিয়ালদহ-এর অধীনে বেলভেডিয়ার পার্কে অফিসারদের এনক্লেভ, নিউআলিপুরে রেলওয়ে অফিসারদের কলোনি এবং বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কলোনি (১৪ আলিপুর অ্যাভিনিউ এবং ২৬ রাজা সন্তোষ রোড) ঃ বিভিন্ন ফ্ল্যাট, বাংলোগুলির অভ্যন্তরে আনুপূর্বিক মেরামতি যা বসবাসকারীর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন তা করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৭,১৭,০৭৬.৬১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ (আট) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।
SDAH-54/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২১.০৫.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৩-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/ শিয়ালদহ-এর অধীনে সকল অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত শিয়ালদহ ডিভিসনের কাঁকুড়গাছি শাখায় আরইউবি নং এক্স/২৩, এক্স/৩৩ এবং বালিগঞ্জ-কামাগাতা মারু বজবজ শাখায় আরইউবি নং বি/৭ এবং বি/৮-এর আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা অবকাঠামো শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৮,৮৬,৯৯৭.০৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।
SDAH-53/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন (+৯১-৩৩) ২৬৩৮ -৩২১১-১৩, ফ্যাক্স : (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
ওয়েবসাইট : www.myhmc.in ইমেল : hmc.it.department@gmail.com
আই.টি. ডিপার্টমেন্ট

No. 003/EE/IT/26-27 ই-টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ তারিখ : ২২.০৫.২০২৬
ডিজিটাল কপিয়ার মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা সহায়তা জন্য প্রতিষ্ঠিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা/এজেন্সির কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত আরও বিস্তারিত সরাসরি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ সন্ধে ৬ টার মধ্যে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। এইচএমসি ওয়েবসাইট www.myhmc.in থেকে দফার বিস্তারিত উপলব্ধ।
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৮(১)/২৬-২৭ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)
২৫.৫.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর-২এ,
বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২, পশ্চিমবঙ্গ
যোগাযোগ নং : ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬
ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

বর্ধমান জোনের জন্য স্থপতি/পরামর্শদাতাদের তালিকাভুক্তি
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস- ব্যাঙ্কের নিয়মঅধীনে স্থপতি/পরামর্শদাতাদের সিল করা আবেদন আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ট্যাব ‘টেন্ডার’ অধীনে ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন বা আমাদের জোনাল অফিসের উক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ০৩.০৬.২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। পরবর্তী সংশোধনী/পরিবর্তন যদি কিছু থাকে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল দরখাস্ত বা প্রক্রিয়া গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার রাখে।**
জোনাল ম্যানেজার, বিওআই বর্ধমান জোন

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 55 to 62/2026-2027, Dated- 26-05-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Malda, Dakshin Dinajpur and North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **27-05-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **09-06-2026 upto 3.00 pm.**
Date: 26.05.2026 Sd/- Executive Engineer/ General Manager

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (সি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **ওপেন টেন্ডার নং ৩১_২০২৬-২৭**-এর সংশোধনী, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোর পরিবর্তে **০৮.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো** রূপে পড়তে হবে। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
HWH-104/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

QUOTATION FOR COMPLETE OVERHAULING OF WATER TREATMENT PLANT (WTP)
Quotations are invited from reputed vendors for complete overhauling of the Water Treatment Plant (WTP) at Prayag, New Kolkata, Serampore, West Bengal. The WTP system consists of the following: **One number Oxidisation Chamber MNO2** (Size: 1500 mm × 1800 mm), **One number Multigrade Sand Filter** (Size: 2600 mm × 1875 mm), **Allied accessories and connected components associated with the system.** The scope of work shall include inspection, dismantling (if required), repair/replacement of damaged components, servicing, painting of the inner side of the liner, supply of necessary materials, reinstallation, testing, and commissioning of the complete system. Vendors are requested to clearly mention: Detailed scope of work, Materials/specifications proposed, Warranty/guarantee terms, Completion timeline, Applicable taxes and commercial terms. Quotation should be mailed to: **prayagnewkolkata@gmail.com** and must reach us within 7 (seven) days from the date of publication of this notice, i.e. **by 9:00 PM on 1st June 2026** Or Post to:
Prayag Association of Apartment Owners, New Kolkata Prayag, 449/A/2 GT Road, Mahesh, Srirampur, Hooghly – 712202.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২১.০৫.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রম নং, টেন্ডার নং এবং কাজের নাম** নিম্নরূপঃ **১. টিএন-৩০-২৬-২৭,** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ ট্র্যাক নবীকরণের কাজ এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত দ্বারা দমদম জংশন ইয়ার্ডের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,৬৮,৩৯,৮৩৩.৮৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২৭,৩৬,৮০০ টাকা। **২. টিএন-৩২-২৬-২৭,** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ ট্র্যাক নবীকরণের কাজ এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত দ্বারা ব্যারাকপুর ইয়ার্ডের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৮,০৮,৪৮৬.২৯ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৮,৫৬,২০০ টাকা। **৩. টিএন-৪৪-২৬-২৭,** শিয়ালদহতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/১/শিয়ালদহর অধীনে, সার্ভিস বিল্ডিং-এর সংস্কার এবং মেরামতি কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৫৮,১৩৪.৯৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭১,২০০ টাকা। **৪. টিএন-৪৫-২৬-২৭,** শিয়ালদহতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার /শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ট্র্যাক সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত দ্বারা শিয়ালদহ ইয়ার্ডের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৭৩,৯১,৯৭২.৫৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩১,৪৭,৮০০ টাকা। **৫. টিএন-৪৬-২৬-২৭,** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়র (পি.ওয়ে)/কাঁচরাপাড়ার অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১২,৩০,৪০১.৭৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৪,৬০০ টাকা। **৬. টিএন-৪৭-২৬-২৭,** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নৈহাটির অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়র (পি.ওয়ে)/নৈহাটির অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৬,৮৩,৮১৮.৩৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৩,৭০০ টাকা। **৭. টিএন-৪৯-২৬-২৭,** শিয়ালদহের কোচিং ইয়ার্ডে উডগোলা সাইডিং-এ স্টেবলিং লাইনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৯১,৩৮,৯৩৯.২৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৩,৮২,৮০০ টাকা। **৮. টিএন-৫০-২৬-২৭,** (i) নারকেলডাঙ্গাতে ঃ নারকেলডাঙ্গা ইএমইউ কারশেডে ইএমইউ রুফ ইকুইপমেন্টের সুরক্ষার পরীক্ষা করার জন্য রুফ ক্যাটওয়াক-এর ব্যবস্থা। (i) নারকেলডাঙ্গাতে ঃ নারকেলডাঙ্গা ইএমইউ কারশেডে ইএমইউ রেকগুলি ধোয়ার জন্য সিএস৪ মেন লাইনের পাশে ক্যাট ওয়াকের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩২,১৫,৫৬১.০৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৪,৩০০ টাকা। **৯. টিএন-৫১-২৬-২৭,** শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর শাখায় বেলঘরিয়াতে অতিরিক্ত ৪টি ক্রশওভারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৫,৩৪,২৭৫.৬১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,৭০,৭০০ টাকা। **১০. টিএন-৫২-২৬-২৭,** শিয়ালদহতে - সাধারণ জল গ্রহণ করে পরিশোধিত জল বের করার প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন বসানো, ভালভের ব্যবস্থা সমেত মোট ১.৬০ এমএলডি ক্ষমতার ৪টি সেট যার মধ্যে ২৬০ কেএলডি ক্ষমতার আউটলেট নং ১ প্ল্যাটফর্ম নং ১এ/১-এর নিকটে, ৬৫০ কেএলডি ক্ষমতার আউটলেট নং ২ এবং ৩ বেলেঘাটা আরওবির নিকটে (ব্রীজ নং এস/২), ৩৯০ কেএলডি ক্ষমতার আউটলেট নং ৪ আরএমএস পার্সেল অ্যান্ড ক্যাশ অফিসের নিকটে এবং ৩০০ কেএলডি ক্ষমতার আউটলেট নং ৫ সার্কুলার ক্যানাল (কোল ডিপো এলাকায়) অবস্থিত সমেত জল পরিশোধন তথা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮৮,০০,৪৮২.১০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫,৭৬,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র নং ১, ২ ও ৪ প্রত্যেকের জন্য ১৮ মাস, ক্র নং ৩, ৫, ৬, ৮, ৯ ও ১০ প্রত্যেকের জন্য ১২ মাস এবং ক্র নং ৭-এর জন্য ০৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।
SDAH-51/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D. Kharagpur Sub-Division at Kharagpur, district Paschim Medinipur invites e-Tender No. 01 (03)/KS of 2026-27 for 3 (Three) nos. work related to Building & Roads work. Tender ID : 2026_WBPWD_5014462_1, 2 & 3. Bid submission closing date 04/06/2026, upto 11:30 hrs. (online). Details will be available at http://etender.gov.in, www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on any working day. Sd/- Ranabir Ghosh Assistant Engineer, PWD Kharagpur Sub-Division.
ICA- T8646(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000032, Dated : 25-05-2026
Name of work : Installation of electrical energy meters along with allied wiring job at HRDC, Taratala.
Value of Work : Rs 3,60,362.56 (Approx.)
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact : 9609055584
ICA- T8631(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No. 38(2nd Call) of 2025-2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5013994_1. Bid submission start date 28.05.2026. Bid submission end date 03.06.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD
ICA- T8655(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
4th Corrigendum to the NIeT No. 28 of 2025-2026, (Tender ID : 2026_PWD_1021693_1) of the Executive Engineer-II, Burdwan Division, P.W.Directorate. Bid Submission/Upload End Date (online) has been extended till 15.06.2026 upto 2:00 P.M. in Lieu of 25.05.2026 upto 2:00 P.M. https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer-II, Burdwan Division, P.W.Dte.
ICA- T8662(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below :
NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-09/2026-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5014482_1. Name of Work : Special repairing of 3 X 40 TR AC plant installed at Centenary Building, High Court, Kolkata. Bid Submission End Date: 06/06/2026 upto 14-00 hrs. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T8665(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE-II/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work "Annual Comprehensive Maintenance work for on Line UPS installed at different areas of RCC Building Medical College & Hospital, Kolkata." e-NIQ No. :-WBPWD/EE-II/KNHED/NIQ-85/2nd Call/2025-26. Tender Id :2026_WBPWD_5013980_1. Submission Closing Date extended from 25/05/2026 to 08/06/2026. http://wbtenders.gov.in Sd/-U.Bala/EE-II/KNHED/PW Dte.
ICA- T8673(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Bidhannagar East Sub-Division-I, PWDte., invites tender bearing NIeT No.-02/AE/BNESD-I/PWDte of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5014493 for percentage rate basis for the work of Repairing of Sanitary and plumbing works including cleaning of overhead tank, sewer line etc. at Sukanya Home, Block-AQ-15, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, under Bidhannagar East Division. (a) The tender documents download start date (online): 29/05/2026 at 11.00 A.M. (b) Bid proposal submission start date (online): 29/05/2026 at 11.00 A.M. (c) Technical & Financial Bid proposal Submission end date (online): 05/06/2026 up to 01.00 P.M. (d) All documents can be seen/obtained from the https://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/BNESD-I/PWDte. Govt. of West Bengal
ICA- T8687(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/KMCESD/PW Dte. invite online tender for the work of "Repair & Erection of Damaged insulation on existing MS chilled water pipe line of Academy chiller plant, Academy Building under Medical College; Kolkata." NIQ No. :- WBPWD/ AE/ KMCESD/NIQ-08/2026-27, Tender Id 2026_WBPWD_5014474_1. Bid Submission Start Date:01/06/2026. Bid Submission Closing Date :08/06/2026 upto 01:00 PM. Sd/-A. Bose/AE/ KMCESD/PW Dte.
ICA- T8681(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"DETAILED COST OF ELECTRICAL EXPENDITURE INCURRED AFTER MOB ATTACK AT THE EMERGENCY BUILDING OF R.G.KAR M.C & H on 15th August Around Early Hours. (i) Part A(Internal Ei) (ii) Part B (Air Conditioning work) (iii) Part C (FDA work)."** e-NIT No. :- WBPWD/EE/KNHED/NIQ-03/26-27. Tender Id : 2026_WBPWD_5013830_1. Submission Closing Date extended from 25/05/2026 to 09/06/2026. **http://wbtenders.gov.in** Sd/- S.Chakraborty/EE/KNHED/PW Dte/Govt. of W.B.
ICA- T8703(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- **WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-06/2026-27** for the work of – i) "Restoration to cutting the Road crust by the CESC authority for laying their underground cable of Ghoshpara road at 21.40 km (402, Ichhapur, R/S) North 24 Parganas under PWD Barrackpore Division during the year 2025-26. [ID-09/500166541]_(2nd Call)." **Tender Id : 2026_WBPWD_5014562_1.** Intending tenderers are requested to visit the website:**https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Bid submission closing date : 10.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD Barrackpore Sub- Division-I.
ICA- T8705(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. "Annual Maintenance of Audio & Visual system in conference room on 8th floor of Aranya Bhawan, LA-10A, Sector – III, Salt lake, Kolkata - 700106, Government of West Bengal, for one (01) Year. [Job No: KIT/OW/023 of 26-27] "e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-030/T/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014463_1. Bid Submission Closing: 06.06.2026 up to 03.00PM. Sd/-Executive Engineer, Kolkata IT Division, PWD.
ICA- T8679(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-quotation no. 01 of 2026-27 for the work: **1)** Preparation of Detailed Project Report for improvement of Barasat - Basirhat road (SH2) from 8+500 km to 20+000 kmp under Barasat Division PWD in the district of North 24 Parganas, West Bengal. Tender ID: 2026_WBPWD_5014480_1. Bid Submission End Date is 02.06.2026 at 18.00 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIQ, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md. Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T8671(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for **1)** "2nd Call for repairing of pathway in front of N building at Narkeldanga PHE, 49 Narkeldanga North Road, Kolkata, during the year of 2026-2027." **2)** "2nd Call for necessary repairing and painting of iron staircase from Ground Floor to 2nd Floor at Maidan PS, Kolkata, during the year of 2026-2027." **3)** "2nd Call for Repair and painting of worn out iron nets or chain link and MS Structure of DOG Kennel, fencing and gates. Replacement of door (iron made) with allied works at Kolkata Police Dog Squad within the compound of PTS, during the year of 2026-2027." **4)** "2nd call for Special roof treatment on the roof of LS Building PHE/PS, Kolkata, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 08/06/2026 up to 12.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T8623(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৭ মে ২০২৬ • পেজ ৮

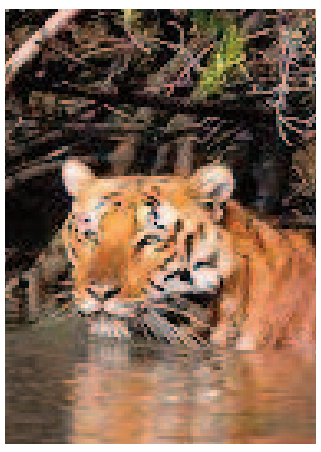

শুভাশিস বিশ্বাস

সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখুন সুন্দরবন

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভার সুন্দর বন। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই অপূর্ব বাদাবন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরি গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্তু। বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ও বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই সুন্দরবন। যেখানে জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। এখানকার মানুষের জীবন কাটে বাঘ-কুমীর, বিষাক্ত সাপের মতো ভয়ংকর সব বিপদ মাথায় নিয়েই। সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দারা মধু, কাঁকড়া ও চিংড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারান কখনও বাঘের হাতে, আবার কখনও খাবার হন কুমিরের। এর ওপর বর্ষাকালে সাপের ছোবলে কতজনের প্রাণ যায় তার কোনও হিসেব নেই।

তবে শীত পড়তেই হুজুগে বাঙালির ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম ডেস্টিনেশন এই সুন্দরবন। সুন্দরবন মানেই হল বিভিন্ন পশু পাখি, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ ও আরও কত কী! কারণ, সপ্তাহ শেষে ছুটি কাটাতে পরিচিত গণ্ডির একটু বাইরেও বেরোতে চায় কলকাতার মানুষ। আর সেই কারণেই তাঁদের পছন্দের জায়গার মধ্যে অনেকের তালিকাতেই চলে এসেছে সুন্দরবন, ফ্রেজারগঞ্জ বা হেনরি আইল্যান্ডের মতো জায়গা।

তবে সুন্দরবনে যেতে হলে কয়েকটা জায়গা সম্পর্কে একটু জানা থাকা জরুরি। যার মধ্যে রয়েছে, ঝড়খালি, কৈখালি, কলস দ্বীপ, বনি ক্যাম্প, লোথিয়ান দ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি, হেনরি আইল্যান্ড, মৌসুনি দ্বীপ।

ঝড়খালি

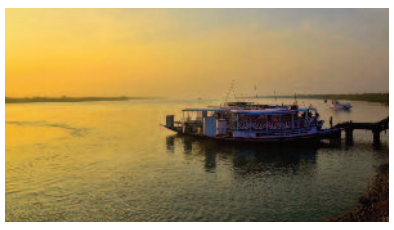

সুন্দরবনের সঙ্গে প্রায় একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় এই ঝড়খালির নাম। সুন্দরবনে যাঁরা ঘুরতে যেতে চান, তাঁরা অনায়াসেই যেতে পারেন ঝড়খালি। এখানে রয়েছে ম্যানগ্রোভের অরণ্য। এছাড়া নৌকাতেও আশপাশ ঘুরে দেখতে পারেন। সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে এখানকার আকর্ষণীয় জায়গা হল টাইগার রেসকিউ সেন্টার। এখন বাঘ দেখতেও ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে ঝড়খালির দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সরাসরি গাড়ি করে বাসন্তী হাইরোড দিয়ে চলে যেতে পারেন ঝড়খালি। না হলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে করে ক্যানিং স্টেশন। সেখানে নেমে অটো বা বাসে করে ঝড়খালি পৌঁছনো যেতে পারে।

কোথায় থাকবেন: একই দিনে গিয়ে ফিরে আসতে পারেন ঝড়খালি থেকে। যদি ওখানে রাতে গিয়ে থাকতে চান তার বন্দোবস্তও রয়েছে। রয়েছে হোটেল ও হোম-স্টে। এছাড়া রয়েছে সরকারি বাংলো। নাম ঝড়বাংলো। সেটিতে থাকতে চাইলে আলিপুর থেকে বুক করে নিন।

কৈখালি

সুন্দরবন যেতে চাইলে এই জায়গাটিও সবার তালিকায় থাকবেই। সুন্দরবনের কুলতলি দ্বীপের শেষপ্রান্তে অবস্থিত কৈখালি। ঝড়খালি থেকে নৌকাতেও যাওয়া যায় এই জায়গায়। এখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি মঠ রয়েছে। সেটি দেখে আসতে পারেন। এছাড়া এখান থেকে বোটে করে ঘুরে আসতে পারেন বনিক্যাম্প ও কলস দ্বীপ।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে সরাসরি যেতে পারেন জয়নগর। সেখানে নেমে অটো করে চলে যেতে পারেন কৈখালি। এছাড়া গাড়ি নিয়ে বারুইপুর, জয়নগর হয়ে কুলতলি যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন: এখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটি থাকার জায়গা রয়েছে। জয়নগর থেকে সেটি বুক করতে হয়।

সুন্দরবনের অফবিট জায়গা বলতেও বেশ কয়েকটি জায়গা রয়েছে। যেখানে মানুষ খুব বেশি যায় না। এই তালিকার মধ্যে পড়ছে কলস দ্বীপ, বনি ক্যাম্প, লোথিয়ান দ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি, হেনরি আইল্যান্ড, মৌসুনি দ্বীপ।

কলস দ্বীপ ও বনি ক্যাম্প

সুন্দরবন ও তার প্রকৃতির অপূর্ব এক মেল বন্ধন হল বনিক্যাম্প ও কলস দ্বীপ। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হলো, প্রকৃতি,জীবজগত ও মানব জগতের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন।

কীভাবে যাবেন: এই দ্বীপে যেতে গেলে আপনাকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে ক্যানিং লোকালে উঠে আপনাকে ক্যানিং স্টেশনে নামতে হবে। ওখান থেকে যে কোনও গাড়ি করে যেতে হবে ঝড়খালি। এরপর ঝড়খালি থেকে লঞ্চ বা নৌকায় পেঁছোনো যায় কলসদ্বীপে।

কোথায় থাকবেন: এখানে বনবিভাগের ক্যাম্প-এ থাকতে পারেন। বুকিংয়ে জন্য যোগাযোগ করতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ সঙ্গে।

লোথিয়ান দ্বীপ

এই শীতের মরসুমে আপনিও ঘুরে আসতে পারেন সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ থেকে। এই লোথিয়ান দ্বীপের সৌন্দর্য ছেড়ে ইঁট-বালি, অ্যাসফল্টে মোড়া শহুরে জীবনে ফিরতে মন চাইবে না।

লোথিয়াম দ্বীপটির দূরত্ব কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যেতে সময় লগে মাত্র ২ ঘন্টা। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় ঘন ম্যানগ্রোভে ঘেরা এই দ্বীপের অবস্থান।

এবার জেনে নেওয়া যাক এই বিশেষ দ্বীপে এসে আপনি কী কী দেখবেন সে ব্যাপারে। জঙ্গলের মধ্যেই তৈরি করা রয়েছে এখানকার অন্যতম আকর্ষণ সুবিশাল ও উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার। আর এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে অনায়াসেই বন্যপ্রাণ নজরে আসে। এছাড়া বনবিবির মন্দির, অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ। সুযোগ রয়েছে রঙ-বেরঙের পাখি দেখারও। পাশাপাশি সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে নৌকা বিহারের। আর কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে দেখা পেতে পারেন দক্ষিণ রায়েরও। এছাড়া দেখতে পারেন কুমির, হরিণ সহ আরো অনেক পশুপাখি।

কীভাবে যাবেন: এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে কীভাবে যাওয়া যেতে পারে এই লোথিয়াম দ্বীপে। প্রথমে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লোকালে উঠে নামখানা স্টেশনে নেমে নদীপথে যাওয়া যায়। এছাড়াও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ক্যানিং লোকালে উঠে ক্যানিং স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটো বা ট্রেকারে করে যেতে হবে সজনে খালি। এরপর সজনে খালি থেকে বোর্ড ভাড়া করে অভয়ারণ্যে যেতে পারেন।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য রয়েছে সরকারি ট্যুরিস্ট লজ। তবে আগে থেকে বুক করতেই হবে এই সরকারি ট্যুরিস্ট লজ।

ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি

ফ্রেজারগঞ্জের মূল আকর্ষণ হল সাত কিলোমিটার বিস্তৃত রুপোলি সৈকত। এখান থেকে গঙ্গাবক্ষে সূর্যাস্ত বা সুর্যোদয়ের সৌন্দর্য দেখার মজাটাই আলাদা। এই সমুদ্র সৈকতে ইতি-উতি নজরে আসবে লাল কাঁকড়া। আরও একটা কথা না বললেই নয়, পরিযায়ী পাখি দেখার আদর্শ স্থান এই ফ্রেজারগঞ্জ। সামুদ্রিক ঈগল থেকে কালচে মাথার মাছরাঙা, নানা ধরনের রঙ-বেরঙের পাখিরা ভিড় জমায় এখানে। এছাড়াও সৈকতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ঘুরে আসতে পারেন বনবিবির মন্দিরে। ফ্রেজারগঞ্জের অদূরেই বকখালি। জম্বুদ্বীপ আর হেনরি আইল্যান্ডও খুব একটা দূরে নয়।

কীভাবে যাবেন: ফ্রেজারগঞ্জ যেতে হলে কলকাতা থেকে বকখালি যাওয়ার প্রচুর বাস রয়েছে। বকখালি থেকে ফ্রেজারগঞ্জ খুব কাছেই। এছাড়াও শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে নামখানা নেমে নৌকায় নদী পার হয়ে বাসেও যাওয়া যায় বকখালি। সেখান থেকে ফ্রেজারগঞ্জ।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য ছোটো বড়ো অনেক হোটেল রয়েছে।

হেনরি আইল্যান্ড

বকখালি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের এই হেনরি আইল্যান্ডে মিলবে শান্ত এক পরিবেশ।

কীভাবে যাবেন: ফ্রেজারগঞ্জ বকখালিতে গেলে হেনরি দ্বীপে যাওয়াটা কিন্তু কোনও ব্যাপারই নয়।

কোথায় থাকবেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে হেনরি আইল্যান্ডে বেশ কয়েকটি সুন্দর রিসর্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। দ্বীপে রয়েছে বেশ কয়েকটি হোটেলও। অনেকে আবার বকখালিকে বেস পয়েন্ট বানিয়ে একদিনের জন্য ঘুরে আসেন এই সুন্দর ম্যানগ্রোভের দ্বীপে।

মৌসুনি দ্বীপ

বকখালির খুব কাছেই এই মৌসুনি দ্বীপ। তিনদিকে বঙ্গোপসাগর এবং একদিকে একটি নদী চলে গেছে। ফলে সব মিলিয়ে একটি দ্বীপের আকার দিয়েছে।

কীভাবে যাবেন: বকখালি থেকে বেশি দূরে না এই দ্বীপ।

কোথায় থাকবেন: এখানে গেলে আপনি থাকতে পারেন কটেজে, আবার চাইলে থাকতে পারেন টেন্ট বা তাবুতেও। তবে তাবুতে থাকাটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে মৌসুনিতে গেলে। তবে মনে রাখবেন, মৌসুনিতে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই।

মুক্তি পার্ক

নিভৃতে কোলাহলমুক্ত সময় কাটাতে চাইলে চলে আসুন সুন্দরবনের মুক্তি পার্কে। এই পার্কে থাকার জন্য রয়েছে বাঁশ ও মাটির কাঠামোর সুন্দর ঘর। এই পার্কের কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। জঙ্গল লাগোয়া এই পার্কে গেলেই আপনি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ছোঁয়া পাবেন।

কীভাবে যাবেন: এই পার্কে আসতে হলে আপনাকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মথুরাপুর রেলস্টেশনে নামতে হবে। ভাড়া মাত্র ২০ টাকা। সেখান থেকে বাসে চেপে রায়দিঘি ভাড়া মাত্র ৪০ টাকা। এরপর সেখান থেকে যে কোনও গাড়িতে চেপে দমকল পূর্ব শ্রীধরপুরে যেতে হবে। প্রায় ৫০ টাকা ভাড়া পড়বে সেখানে।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকার জন্য মুক্তির অফিসে আগে থেকে যোগাযোগ করতে হবে। ২০০০ টাকার মধ্যেই রুম পাবেন আপনি সেখানে। আপনি এখানে এলে দেখতে পাবেন ম্যানগ্রোভ অরণ্য, নদী ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, সুন্দরবনের বিপন্নতাও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে। প্রায়শই এমন বিজ্ঞাপন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে চোখে পড়ে মৌসুমী দ্বীপে বিচ ক্যাম্পিং (সাথে ফ্রি বার্বিকিউ চিকেন) -এর মতন বিজ্ঞাপন। এমনকি প্রথম সারির এক বাংলা সংবাদপত্রেও কলকাতার কাছের ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন গুলির মধ্যে বারবার উঠে আসছে এই মৌসুনি দ্বীপের কথা। অথচ, এদিকে পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, সুন্দরবনের একটা বিরাট অংশ বা কয়েকটি অঞ্চল বা দ্বীপ ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, ভূ-উষ্ণায়নের জন্য সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধির কারণেই এমন ঘটনার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এই তালিকায় রয়েছে এই মৌসুনী দ্বীপও। এখনও মানুষ অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে পাড়ি জমান এই মৌসুনীতেই। প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে কিভাবে বেঁচে আছেন ওখানকার মানুষ তা দেখতে আর উপভোগ করতে যাওয়াই এখানকার আরও এক আকর্ষণ।

আমাদের মতন শহুরে পর্যটকদের কাছে সুন্দরবন মানে দুই রাত তিনদিন বা তিনরাত চারদিনের একটা প্যাকেজ। যাতে অবধারিত ভাবে থাকবে লোভনীয় খাবারের হাতছানি আর মনে থাকবে বাঘ দেখার আকাঙ্খা। আর সন্ধানী চোখ দিয়ে পর্যটকদের বাঘ দেখতে না পাবার হতাশায় বলে ওঠা 'এখানে কিচ্ছু নেই'। শুধুমাত্র বাঘ দেখার তাড়নায় সুন্দরবনের বাকি অনেক কিছুই থেকে যায় অদেখা। শুধুমাত্র বৈচিত্রময় প্রাণী আর উদ্ভিদ নয় ভারতীয় সুন্দরবনকে ঘিরে রয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। তাঁরা কেমন ভাবে বেঁচে আছেন বা কিভাবে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা সুন্দরবনের বাইরের মানুষরা অতটা উৎসাহী নই। শুধুমাত্র আয়লার মতন কোনও ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে এলে আমরা ভাবি সুন্দরবনকে নিয়ে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সুন্দরবনে মাছ ধরতে বা মধু সংগ্রহ করতে যাওয়া মানুষদের উপর বাঘের আক্রমণের ঘটনার ছোট্ট বিবরণও আমাদের চোখ এড়ায় না। কিন্তু এই মানুষগুলোকে কিসের তাড়নায় বনে যেতে হয় তা জানার আমাদের সুযোগ নেই, বা বলা ভালো সময় নেই।

সুন্দরবনের জি প্লটের গোবর্ধনপুর আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে নতুন পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে। এখনকার সমুদ্র সৈকতে ভিড়ও জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষেরা। অথচ এই গ্রামেই এমন অনেক ঘর মানুষ বসবাস করেন যাঁদের ঘর, ভিটে গ্রাস করেছে বঙ্গোপসাগর। একবার নয়, দু'বার বা একাধিকবার। সাগর একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আর মানুষ একটু একটু পিছোচ্ছেন। সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষই পালিয়ে না এসে লড়াই করছেন প্রকৃতির সাথে। যদিও এ এক অসম লড়াই। প্রতি ভরা কোটাল বা দুর্যোগের পর এই মানুষগুলো নতুন ভাবে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ওঠেন। শহুরে পর্যটকদের এইসব ভাবনার অতীত। তারা বরং ছবি তোলার সাবজেক্ট খোঁজেন এই বিপন্নতার মাঝে। সৈকতে পড়ে থাকে পর্যটনের অভিশাপের সাক্ষী হয়ে বিয়ারের বোতল, ডাবের জল খাবার স্ট্র-এর মতো আরও কতো কিছু। এত কিছুর মাঝেও প্রান্ত সুন্দরবনের মানুষরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। তাঁদের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় নিখাদ আত্মবিশ্বাস। যখন বলেন, 'যেখানে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত্রি সেখানেও তো মানুষ থাকে।'